Issue cover not available

Vol. 12 | No. 1 | 1968

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ত্রিপিটকান্তর্গত একখানি পালিগ্রন্থ [ধর্মপদ]

Volume	12
Issue	1
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া
Published online	June 15, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i1.5
Pages	123-188
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ত্রিপিটকান্তর্গত একখানি পালিগ্রন্থ

[ধর্মপদ]

রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া

পালি সাহিত্যের ইতিহাস বিরাট ও বিস্তৃত। দুঃখের বিষয় যেই দেশে এই বিরাট সাহিত্যের জন্ম সেই দেশে আজ পর্যন্ত একখানি গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের কাছে যে সমস্ত পালি গ্রন্থ বর্তমান আছে উহাদের প্রায় সবগুলিই সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-সমূহ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে পালি ত্রিপিটক গ্রন্থ অশোকপুত্র কুমার মহিন্দ কর্তৃক সর্বপ্রথম সিংহলে নীত হইয়াছিল।[1] তথা হইতে ঐ সমস্ত দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে আরও বহু লেখক ও কবি এতদ্দেশে যাইয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থের শুধু সদ্ব্যবহার করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন বহু গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া পালি সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ফলে ত্রিপিটক গ্রন্থ ছাড়া আরও বহু প্রকার গ্রন্থ পালি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।[2] বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ, ধর্মপাল, মহানাম, প্রজ্ঞাস্বামী, প্রমুখ

---

১. Rock Edict No. 13. ; V. A. Smith : Early History of India, 3rd Edition, pp. 37-39 ; Rhys Davids : J. R. A. S. 1898. ; Bhanderkar and Mazumdar : Inscriptions of Asoka, pp. 34-36.

২. ব্রহ্মদেশের পেগান নগরে খোদিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তোংড্ইন প্রদেশের শাসনকর্তা (১৪৪২ খৃঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ভিক্ষুসংঘকে বিহার, উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, প্রচুর দানসামগ্রী ছাড়াও ২৯৫ খানা বৌদ্ধ গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন (পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এই পুস্তকের তালিকা হইতে আমরা যে বহু পালি গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্ধারণ করিতে পারি তাহা নহে বরঞ্চ ইহা বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সনতারিখ নির্দ্ধারণের জন্যও অতি প্রয়োজনীয় দলিল রূপে গৃহীত হইতে পারে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ
M. H. Bode : The Pali Literature of Burma, pp. 101-109.

মনীষীর রচনা শুধু পালি সাহিত্যে নয় সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। ইহাদের রচনা হইতে তদানীন্তন পাক-ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। পাক-ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পালি সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ ত্রিপিটক-সাহিত্য ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত সাহিত্য। ধর্মপদ সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের[১] একখানি অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের কিছু পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ধর্মপদের আলোচনাঃ

বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত ধর্মপদের আলোচনা ও গবেষণা কিছুদিনের জন্য পাক-ভারতে সীমিত থাকিলেও অন্য কোন গ্রন্থের তুলনায় ইহার চর্চা বর্তমান জগতে কম নয়। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহার বহুল প্রচারে ও জগতের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদে ও নিত্যনূতন সংস্করণ প্রকাশনায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, বর্মী, সিংহলী, থাই ভাষা ছাড়াও চীনা, জাপানী, ইংরেজী, জর্মান, ফরাসী ও রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ডক্টর ফৌজবলই সর্বপ্রথম লাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা লাটীনে অনূদিত হওয়ার পরেই ধর্মপদের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় মনীষীদের নিকট প্রকট হয়। দেখিতে দেখিতে ইউরোপের মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের অমূল্য উপদেশ ও বুদ্ধ তথাগতের অসাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া পালি ভাষা চর্চা ও বৌদ্ধসাহিত্য গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্সমূলার সাহেব ধর্মপদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।[২] ইহা প্রকাশিত হওয়ার অব্যহিত পরেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু মনীষা ধর্মপদের মহান বাণী ও আদর্শের

---

১. খুদ্দকনিকায়ে ১৬ খানি গ্রন্থঃ যথা—(১) খুদ্দকপাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্তনিপাত, (৬) বিমানবত্থু, (৭) পেতবত্থু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) মহানিদ্দেস, (১২) চুল্ল নিদ্দেস, (১৩) পটিসম্ভিদামগ্গ, (১৪) অপদান, (১৫) বুদ্ধবংস এবং (১৬) চরিয়াপিটক।

২. Sacred Book of the East Series, No. X.

প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।[১] তাঁহার পরে অধ্যাপক এলবার্ট ইহার অপর একখানি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন।[২] তাঁহার পরও বহু ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রফেসর পি. বি. বপত্, কে. জি. সাউণ্ডারস, এফ. এল. উডওয়ার্ড ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ উল্লেখযোগ্য। জর্মান ও ফরাসী অনুবাদকদের মধ্যে যথাক্রমে ওয়েবার, এল. বি. স্ক্রোডার, কে. ই. নিউম্যান এবং ফর্ডিনাণ্ডো প্রধান। ইহা ছাড়া আরও বহু লেখক নিজেদের গ্রন্থে ধর্মপদের বহুশ্লোক ও অনুবাদ ব্যবহার করিয়াছেন।[৩]

পাক-ভারত উপমহাদেশে ধর্মপদের প্রথম চর্চা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে ধর্মপদের কিছু শ্লোক ও পদ্যানুবাদ সংযোজিত করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মপদের আলোচনা ইহাই সর্বপ্রথম। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধর্মপদের একখানি সুন্দর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পালি শ্লোকের পার্শ্বে অন্বয়, সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সংযোজিত করেন। চারুচন্দ্র বসুর এই অনুবাদ পড়িয়াই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার কিছু অংশের (৪র্থ বর্গ পর্যন্ত) পদ্যানুবাদ এবং 'বঙ্গদর্শন' (নবম পর্যায়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী হরিহরানন্দ ধর্মপদের আর একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পালি

---

১. Macdoland বলেন, 'Dhammapada is a collection of aphorism representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature.' — History of Sanskrit Literature, (1900), p. 379.

২. Hymns of the faith, Chicago, 1902, U. S. A.

৩. তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:
Warren : Buddhism in Translation (H. O. S,), Vol. III.
Kern : Manual of Buddhism.
Winternitz : History of Buddhist Literature (in German).
Geiger : Pali Literature and Language (in German), Grundriss der Indo-Arischen Philalogie Altertum Skem de.
Oldenberg : The Buddha (in German and as well as in English)
Rhys Davids : Buddhism (American Lectures on the History of religions) ; SPCK.

শ্লোকের পার্শ্বে সংস্কৃত, বাংলা পদ্য ও গদ্যানুবাদ সংযোজিত করিয়া দেন। ইহার পর আরও অনেকে ধর্মপদের অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে প্রজ্ঞালোক প্রকাশনীকৃত 'ধম্মপদং' এবং কবি শশাঙ্ক বড়ুয়া কৃত 'কাব্যে ধর্মপদ', মহাস্থবির ধর্মাধার ও দার্শনিক বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া কৃত 'ধম্মপদ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞালোক প্রকাশনীর 'ধম্মপদং'-এ গ্রন্থকারদ্বয় প্রত্যেক গাথার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়াও প্রতি গাথার শীর্ষে আচার্য বুদ্ধঘোষ কৃত 'ধম্মপদ অট্ঠকথা'র কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বড়ুয়াকৃত 'কাব্যে ধর্মপদ' একটি গভীর অনুভূতিপূর্ণ ছন্দোময় কাব্যবিশেষ। ধর্মাধার মহাস্থবির কৃত ধর্মপদ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একখানি গ্রন্থ। তিনি গাথাসমূহের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও ইহার মধ্যে একটি মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় আরও বহু ভাষায় ধর্মপদের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কৃত হিন্দী ধর্মপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মপদের রচনাকাল:

ধর্মপদের সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন, তবে এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতই একমত যে ধর্মপদ ত্রিপিটক রচনার পূর্বে রচিত হইতে পারে না। কারণ ধর্মপদ একটি সংকলন গ্রন্থ। ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে ধর্মপদের গাথাগুলি সংকলিত হইয়াছে। আবার এই ধর্মপদ গ্রন্থটির রচনা মহাচার্য বুদ্ধঘোষের অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর পরে হইতে পারেনা। কারণ বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত গ্রন্থেরই অর্থকথা প্রণয়ন করেন। তৎসঙ্গে ধর্মপদের প্রত্যেকটি গাথার উপর 'ধম্মপদ অট্ঠকথা' নামক একখানি বৃহৎ অর্থকথা প্রণয়ন করেন।[১] মিলিন্দ প্রশ্নেই সর্বপ্রথম ধর্মপদ গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।[২]

১. এই ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ
Harvard Oriental series, 28, 29 and 30;
B. C. Law: History of Pali Literatare, Vol II, pp. 449-472.

২. H. C. Raychoudhury: Political History of Ancient India;
B. C. Law: History of Pali Literature, Vol. II, p. 371;
Rhys Davids: The Questions of King Milinda, Part I & II, Intro.

আবার অভিধর্মের অন্তর্গত 'কথাবত্থু' গ্রন্থে ধর্মপদের বহু গাথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির নিজে কোথাও ধর্মপদের উল্লেখ করেন নাই। কথাবত্থুর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি। সুত্তনিপাতের অর্থকথা মহানিদ্দেশ ও চুল্লনিদ্দেশ গ্রন্থসমূহেও ধর্মপদের বহু গাথার উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থসমূহের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। দীঘভাণক ও মজ্ঝিম ভাণক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে খুদ্দকনিকায়ের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। মহাবংশ ও দীপবংশে উল্লেখ আছে অশোক ন্যাগ্রোধশ্রামণের মুখে ধর্মপদের অন্তর্গত অপ্-পমাদ বর্গের আবৃত্তি শুনিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ইহাছাড়া ধর্মপদের একাধিক চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হইল 'চু-ইয়-কিঙ'। ইহার ভূমিকায় উল্লেখ আছে এই ধর্মপদের রচয়িতা বসুমিত্রের পিতৃব্য ধর্মত্রাত। বুদ্ধস্মৃতি নামক জনৈক ভারতীয় ভিক্ষু আনুমানিক ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় চৈনিক ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ডক্টর নানজিওর মতে কাবুলবাসী ভিক্ষু সংঘভূতি ৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম সংস্কৃত হইতে ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। 'ধর্মসংগ্রহ মহার্থগাথা' নামক ধর্মপদের অপর একখানি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিত থি-সি-সাই খ্রীষ্টীয় ৮০০—১০০১ অব্দে ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। 'ফা-কিউ-কিঙ' নামক ধর্মপদের একখানি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ৩৯ বর্গে বিভক্ত ৭৫২ টি শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু পালি ধর্মপদের বর্গের সংখ্যা ৪২৩। 'ফা-কিউ-কিঙে'র ভূমিকায় ইহাও উল্লেখ আছে যে মূল ধর্মপদ ২২টি বর্গে বিভক্ত এবং ৫০০ শ্লোক ছিল। ইহাতে আরও উল্লেখ আছে জনৈক ভিক্ষু ওয়াই-চি-লান সর্বপ্রথম রাজা হোয়াঙ-থো-র রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ২২৩ অব্দে ইহা চীনদেশে নীত হইয়াছিল এবং ইহার কিছুদিন পরে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ১ম বা ২য়ার্ধে ধর্মপদ নিশ্চয়ই চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়।

সিংহলের পুরাবৃত্ত মহাবংশে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দই সমগ্র ত্রিপিটক ও ভাষ্যসমূহ পাটলিপুত্রে মহাসঙ্গীতির পর সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে 'সদ্ধম্মজ্যোতিকা' নামক ধর্মপদের

একখানি ভাষ্য সিংহলী হইতে পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

থেরবাদী বৌদ্ধদের বিশ্বাস, ধর্মপদ সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ। ত্রিপিটক সংকলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপদও সংকলিত হইয়াছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই সন্তপর্ণী গুহায় রাজা অজাতশত্রুর বদান্যতায় প্রথম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতিতেই ধর্মবিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল। পণ্ডিত ও মেধাবী স্থবিরগণ গুরুপরম্পরা বুদ্ধের বাণীসমূহ রক্ষা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে অভিজ্ঞ স্থবির ও মহাস্থবিরগণ কর্তৃক ইহা পুনরাবৃত্ত ও অনুমোদিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ত্রিপিটক ও অট্ঠকথা সমূহ লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় ধর্মপদও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অতএব ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ধর্মপদের সঠিক কাল নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে। খুব সম্ভবতঃ ইহা শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভের[১]

১. বুদ্ধত্বলাভের সনতারিখ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। সিংহল ও ভারতের পুরাতাত্ত্বিকবৃন্দ (বংস সাহিত্য ও পুরাণ) সম্পূর্ণ ভিন্ন মতপোষণ করেন। স্মিথ ও পার্জিটার পণ্ডিতদ্বয় একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে পুরাণে প্রদত্ত সমস্ত তারিখ ঠিক নয়। ইহার মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি নিশ্চয়ই আছে। (Pargiter : AIHT, pp. 286-7)। সিংহলী পুরাতত্ত্ব মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর, অজাতশত্রু ৩২, উদায়ী ১৬, অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড ৮, নাগদাসক ২৪, শিশুনাগ ১৮, কালাশোক ২৮, এবং কালাশোকের পুত্র ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। মহাবংসমতে (২য় পরিচ্ছেদ) অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (৫২ +৮=৬০) অর্থাৎ বিম্বিসারের সিংহাসন আরোহণের কিছুকম ৬০ (প্রায় ৫৮৪ বৎসর) পরে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সিংহলী গণনানুসারে ৫৯½ খৃস্টপূর্বাব্দে (কেণ্টনী গণনামতে অর্থাৎ ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে' সংঘভদ্র কর্তৃক চীনে আনীত 'doted record' অনুসারে ৪৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দে) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার মহাবংসে ইহাও উল্লেখ আছে (Ibid, p. xxiii ; Dipavasma, 6. 1.) বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোক মৌর্য মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তারিখ সত্য হইলে ৫৪৪ খৃস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের পরিনির্বাণ তারিখের সহিত সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রফেসর গাইগার প্রমুখ ঐতিহাসিক চৈনিক ও চোলদেশীয় তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বলেন যে ৪৮৩ খৃঃ পূঃ বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মতে ৫৪৪ খৃঃ পূ বুদ্ধের পরিনির্বাণ সংঘটিত হইতে পারে না। কারণ ইহা কেণ্টনী তারিখ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যায়। অধ্যাপক রায়চৌধুরী ক্লাশিকেল লেখকদের প্রদত্ত তারিখের সাহিত মিলাইয়া ৪৯৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৯ খৃঃ' পূঃ পরিনির্বাণ তারিখ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রদত্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভ সংঘটিত হয় ৫৪০ খৃঃ পূঃ (৪৯৫+৪৫

(৬০০ খৃঃ পূঃ) পর হইতে মৌর্য সম্রাট অশোকের (৩০০ খৃঃ পূঃ) পূর্ববর্তী কোন সময়ে সংকলিত হয়।

ধর্মপদ নামের তাৎপর্যঃ

'ধম্মপদ' এর 'ধম্ম' ও 'পদ' শব্দ দুইটি বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি শব্দের অর্থ এত বেশী ভিন্নমুখী যে ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। ধর্মপদের 'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক', 'প্রকৃত', 'আইন', 'নীতি', 'মূলনীতি', 'বিষয়', 'বস্তু', 'পদ্ধতি', 'পুণ্য', এবং 'পদ' শব্দের অর্থ 'কারণ', 'পদক্ষেপ,' 'পথ', 'রাস্তা', 'গুচ্ছ', 'মালা', 'শ্লোক' প্রভৃতি। অভিধম্ম পিটকে 'পদ' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'স্থান', 'রক্ষা', 'নির্বাণ', 'কারণ', 'শব্দ', 'পদার্থ', 'অংশ', 'পদ' ও 'পদক্ষেপ'। এই গ্রন্থের নাম 'ধম্মপদ'-এর বহু-প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যেমন, 'পুণ্যের পথ', 'ধর্মের পথ', 'সত্যের পথ' প্রভৃতি।

স্বয়ং 'ধর্মপদ' গ্রন্থে ধর্ম শব্দটি অন্ততঃ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ (১) বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম বা বাণী, (২) বস্তু বা প্রকৃতি এবং (৩) পথ বা জীবন দর্শন। প্রথমটি সাধারণ বা চিরন্তন রীতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—'এস ধম্মো সনন্তনো'—ইহাই সনাতন ধর্ম বা চিরন্তন রীতি (যমকবগ্‌গ, ৫); 'যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ'—যাহা ধর্ম, যাহা সত্য ; নীতি বা নিয়ম অর্থেঃ সম্মদাক্‌খাতে ধর্মে—শ্রেষ্ঠ প্রচারিত ধর্মে। (২) 'চত্তারো ধম্ম বড্‌ঢন্তি'=চারি প্রকার ধর্ম প্রবর্দ্ধিত হয়, 'সব্বে ধম্মা অনিচ্চা' সকল ধর্ম অনিত্য ইত্যাদি স্থলে প্রকৃতি বা পঞ্চস্কন্ধ অর্থে ধর্ম অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। (৩) 'হীনং ধম্মং ন সেবেয্য' হীন ধর্ম অনুসরণ করা উচিত নয়, 'মলা বে পাপকা ধম্মা'=পাপ পথ পরিহার করা কর্তব্য ইত্যাদি স্থলে পথ বা জীবনদর্শন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ 'পদ' শব্দ ধর্মপদে বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন, 'পমাদো মচ্চুনো পদং'

=৫৪০) অথবা ৫২৪ খৃঃ পূঃ) ৪৭৯+৪৫=৫২৪)। Cf. H. C. Raichowdhury : Political History of Ancient India, pp. 225 - 228. কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার থেরবাদী বৌদ্ধেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে বুদ্ধ ৫৪৪ খৃঃ পূঃ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তথাকার ভিক্ষুগণ এই তারিখের গণনামতে তাঁহাদের বিনয়কর্ম নির্ধারণ করেন।

প্রমাদ মৃত্যুর পথ. 'আকাসে ব পদং নত্থি' আকাশে কোন প্রকার পথ নাই। 'অপদং কেন পাদেন নেস্সথ' ইত্যাদি আরও এইরূপ বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

আধুনিক পণ্ডিতগণ 'ধর্মপদ' শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যেমন, স্পেন্স হার্ডির মতে ইহার অর্থ 'ধর্মের পথ', গগার্লির মতে 'ধর্মের সোপান', ফিয়ারের মতে 'ধর্মের ভিত্তি', ফৌজবলের মতে 'ধর্মগাথা-সংগ্রহ'। চৈনিক পণ্ডিতদের মতে ধর্মপদের অর্থ 'শাস্ত্রবাক্য' বা 'ধর্মশাস্ত্র-বাক্য'।[১] আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন বুদ্ধ তথাগত 'চতুর্ আর্যসত্য'[২] 'মন্থন করিয়া মঙ্গলময় সুভাষিত ধর্মপদ' বা 'নির্বাণ উপলব্ধির উপায়' উদ্ভাবন করিয়াছেন।[৩] স্বয়ং ধর্মপদ গ্রন্থে 'অত্থপদং'[৪], 'গাথাপদ'[৫] এবং 'ধম্মপদ' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দৃষ্টহয়। অতএব,ধর্মপদ শব্দের অর্থ 'নির্বাণ উপলব্ধির সোপান', 'দুঃখ মুক্তির উপায়', 'নির্বাণ বাণী' বা 'অমৃতপদ' বলা যাইতে পারে।

ধর্মপদের আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী ঃ

ধর্মপদ একটি সংকলন গ্রন্থ। ইহার গাথাগুলির অধিকাংশ ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থান হইতে সংকলিত হইয়াছে। লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রত্যেক গাথা স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব রীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সংকলনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রীতি

১. অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে 'ধর্মপদ' শব্দের অর্থ 'আল্লার চরণ'। দ্রঃ আহ্মদ শরীফ সম্পাদিত 'লায়লী-মজনু, ভূমিকা, পৃ. ৩৬।

২. চতুর্ আর্য-সত্য ঃ (১) দুক্খং অরিযসচ্চং – জাতিপি দুক্খা জরাপি দুক্খা ব্যধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্খা, অপ্পিযেহি সম্পযোগো দুকখো, পিযেহি বিপ্পযোগো দুক্খো যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুকখং, সঙ্খিতেন পঞ্চুপাদানকখন্ধা দুক্খা। (২) দুকখ সমুদযং অরিযসচ্চং—যাযং তণ্হা পোনবভবিকা নন্দিরাগ-সহগতা তত্রতত্রাভিনন্দনী। সেয্যথীদং কাম তণহা ভবতণহা, বিবভতণহা,। (৩) দুকখনিরোধং অরিযসচ্চং – যো তস্সা যেব তণহায অসেস-বিরাগ, নিরোধো, চাগো, পাটিনিস্সগ্গো মুত্তি, অনালযো। এবং (৪) দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং—অযমেব অরিযো অটঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাআজীবো সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।"

৩. "সম্পত্ত সদ্ধম্মপদো সথা ধম্মপদং সুভং দেসেমি।"

৪. "সহস্সমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা,
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।" সহস্সবগ্গ শ্লোক নং ১।

৫. "সহসস্মম্পি চে গাথা অনত্থ পদসংহিতা,
একং গাথাপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।" সহস্সবগ্গ শ্লোক নং ২।

অনুসৃত হইয়াছে। পরিচ্ছেদগুলি সাজানোর মধ্যে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষণীয়। পকিন্নক বা বিবিধ পরিচ্ছেদটি সর্বশেষে দেওয়ার পরিবর্তে পুস্তকের মধ্যস্থলে দেওয়া হইয়াছে। গাথার একই ছত্র[১] একাধিক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার পণ্ডিতবর্গের পঞ্চম গাথা দণ্ডবর্গে অবিকল পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।[২] ঊনবিংশ অধ্যায়ের ১১, ১২ নং শ্লোকগুলি কেন ভিক্ষুবর্গে দেওয়া হইল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তদ্রূপ ঊনবিংশ অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোক পণ্ডিতবর্গে সংযুক্ত করা হইলে যেন বেশী মানানসই হইত। জরাবর্গের মধ্যস্থলে 'উদান' হইতে গৃহীত শ্লোকটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।[৩] এইরূপ আরও কিছু কিছু সংকলনের ত্রুটি লক্ষণীয়।

ধর্মপদের কাব্যিক মূল্য অপরিসীম। ইহার ভাষা সরল ও আড়ম্বরবর্জিত।[৪] ছন্দের গরমিল ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহার নীতিবাক্যসমূহ জীবনমূল হইতে উৎসারিত হইয়াছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মনীষীবৃন্দ ধর্মপদের গাথাসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।[৫] ইহাতে এমন কতগুলি উপমা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যাহাদের শক্তি শুধু অর্থের মনোহারিত্বে নয় হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতায়ও অতুলনীয়। যেমন,

"যস্‌স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীযতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভামুত্তো'ব চন্দিমা।" (লোকবগ্‌গ, নং ৭)

যাঁহার পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপকর্ম আবৃত হয়, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ইহ-জগৎকে আলোকিত করেন।

---

১. পুপ্পবগ্‌গের ৪ নম্বর শ্লোক ও মগ্‌বগ্‌গের ১৫ নম্বর শ্লোক দেখঃ "সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি"

২. "উদকং হি নযন্তি নেত্তিকা উসুকারা নমযন্তি তেজনং
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা।"

৩. "অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংকিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

৪. "Rarely is the meaning of the author unintelligible and rarely the help of tradition is required to know the exact meaning of the Verse."-Dhammapada, Oriental Book Supplying Agency, Poona, 1923, Introduction. p. XXX.

"অনুপুব্বেন মেধাবী থোকং থোকং খনে খনে,

কম্মারো রজতেস্সেব নিদ্দমে মলমত্তনো।" (মলবগ্গ, নং ৫)

কর্মকারের রজতমূল দূরীভূত করার ন্যায় মেধাবী ব্যক্তি স্বীয় মল দূরীভূত করেন।

পণ্ডিতব্যক্তি পর্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় নিম্নের মূঢ় ও অজ্ঞ জনসাধারণকে দর্শন করেন।[১] নক্ষত্রপরিক্রমণকারী চন্দ্রের ন্যায়[২] বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া উদককুম্ভ পরিপূর্ণ হওয়ার ন্যায়[৩] পণ্ডিতব্যক্তি নিজের জ্ঞান পূর্ণ করিয়া শোভা পান ইত্যাদি। এইরূপ আরও বহু উপমার উল্লেখ ধর্মপদে দৃষ্ট হয়।

ধর্মপদের নানা সংস্করণঃ

এই পর্যন্ত ধর্মপদের চারটি সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথাঃ (১) পালি (২) প্রাকৃত (৩) সংস্কৃত (৪) মিশ্রসংস্কৃত।

পালি—ধর্মপদের বিবিধ সংস্করণের মধ্যে পালি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে ২৬টি অধ্যায় ও ৪২৩টি শ্লোক আছে। দেশী বিদেশী বহু ভাষায় ইহার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাকৃত—ইহার অল্প কিছু অংশ মাত্র চৈনিক তুর্কিস্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহা খরোষ্ঠি হরফে লিখিত। ইহার শ্লোক ও অধ্যায় সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর বড়ুয়া ও মিত্র কর্তৃক একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত—মূল সংস্কৃতে রচিত ধর্মপদের কিছু পাণ্ডুলিপি তুরফান হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। এইগুলি পরবর্তী কালীন গুপ্ত হরফে রচিত। ইহার নাম উদানবর্গ। রকহিল সাহেব উদানবর্গের সহিত চৈনিক 'চূ-ইয়াও-কিঙ' এর সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন। গাথা ও সর্গ সংখ্যার দিক দিয়া দুইটি গ্রন্থ প্রায় একরূপ। উদান বর্গের তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৮১৭-৮৪২ অব্দে রাজা রাল্‌ফ হেনের আমলে করা হইয়াছে।[৪]

---

১. "পব্বতট্ঠো'ব ভুম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি"—অপ্পমাদবগ্গ, ৮।

২. "নকখত্ত পথং'ব চন্দিমা"—সুখবগ্গ, শ্লোক নং ১২।

৩. "উদকবিন্দু নিপাতেন উদক কুম্ভোপি পুরতি।" পাপবগ্গ, শ্লোক নং ৭।

৪. Rockhill : Udanavarga, Intro., pp. xi—xii.

মিশ্র সংস্কৃত—মিশ্রসংস্কৃত ধর্মপদের কোন সংস্করণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল চৈনিক সূত্রেই ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। 'পা-কিউ-কিঙ' সম্ভবতঃ এই মিশ্র সংস্কৃত ধর্মপদের চৈনিক অনুবাদ।[১] স্যামুয়েল বিল সাহেবের মতে ওয়াই-চি-লান নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ রাজা হোহাঙ-হো-র আমলে ২২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা চীনে আনয়ন করেন। ইহাতে ৩৯টি অধ্যায় ও ৭৫২টি শ্লোক আছে। ইহার তিনটি চৈনিক সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া চীনা ও তিববতী ভাষায় ধর্মপদের বহু সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

প্রাকৃত ও পালি ধর্মপদ ঃ

পালি ও প্রাকৃত ধর্মপদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় প্রাকৃত ধর্মপদ অসম্পূর্ণ। ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া ও শৈলেন্দ্র মিত্রের প্রদত্ত ক্রম অনুসারে প্রাকৃত ও পালি ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোকগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়।

পরিচ্ছেদের ক্রমিক নং	প্রাকৃত ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা		পালি ধর্মপদের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা		
১.	মগ্‌গবগ	৩০	২০.	মগ্‌গ বগ্‌গ	১৭
২.	অপ্পমাদবগ	২৫	২.	অপ্পমাদবগ্‌গ	১২
৩.	চিত্তবগ ৫ অসম্পূর্ণ			চিত্তবগগ	১১
৪.	পুসবগ	১৫	৪.	পুপফকগ্‌গ	১৬
৫.	সহস বগ	১৭	৮.	সহস্‌সবগ্‌গ	১৬
৬.	পণিত বগ অথবা		৬.	পণ্ডিত বগ্‌গ	১৪
	ধম্মট্‌ঠবগ	১০	১৯.	ধম্মটঠবগ্‌গ	১৭
৭.	বালবগ ৭ অসম্পূর্ণ		৫.	বালবগ্‌গ	১৭
৮.	জরাবগ	২৫	১১.	জরাবগ্‌গ	১৬
৯.	সুহবগ ২০ অসম্পূর্ণ		১৫.	সুখবগগ	১২
১০.	তসবগ ৭ অসম্পূর্ণ		২৪.	তণ্‌হাবগ্‌গ	২৬
১১.	ভিক্ষুবগ	৪০	২৫	ভিকখু বগ্‌গ	২৩
১২.	ব্রাহ্মণ বগ	৫০	২৬	ব্রাহ্মণ বগ্‌গ	৪১

১. Beal's Dhammapda, p. 35.

উপরিউল্লিখিত ব্যবস্থাপনা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। ডঃ বড়ুয়া ও মিত্র মহাশয়ও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পালি ধম্মপদের তুলনায় প্রাকৃত ধর্মপদে শ্লোকের সংখ্যা অধিক। যেমন ১ম, ২য়, ৫ম, ৮ম, ৯ম, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়সমূহে শ্লোকের সংখ্যা অধিক। ইহা ছাড়া কতগুলি শ্লোক পালি ধম্মপদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ত্রিপিটিকের বিভিন্ন স্থান হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবার বহু শ্লোক আছে যেগুলি কেবল পালি ধর্মপদে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করিবার জন্যই সংযোজিত হইয়াছে।

পা-কিউ-কিঙ ও পালি ধর্মপদ :

'পা-কিউ-কিঙ' ও পালি ধম্মপদের মধ্যে বহু পার্থক্য ও মিল পরিলক্ষিত হয়। 'পা-কিউ-কিঙে'র মূল সংস্কৃত সংস্করণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল চৈনিক অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। চৈনিক অনুবাদকের মতে ইহার অধ্যায় সংখ্যা ৩৯ এবং শ্লোক সংখ্যা ৭৫২।[১] এই ঊনচল্লিশ অধ্যায়ের মধ্যে ৯-৩৫ অধ্যায় পালি ধম্মপদের অনুরূপ। কেবল শ্লোক সংখ্যার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম হইতে অষ্টম অধ্যায় এবং ৩৬ হইতে ৩৯ অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার মধ্যে ১ম এবং ১৯শ অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোকের সঙ্গে প্রাকৃত ধম্মপদের অষ্টম অধ্যায় (জরাবগগ) এবং উদানবর্গের ১ম অধ্যায়ের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় ও অষ্টম অধ্যায়ের সঙ্গে উদান বর্গের অনুরূপ অধ্যায় লক্ষণীয়। স্যামুয়েল বিল সাহেবের মতে 'পা-কিউ-কিঙ' এর ৩৮ (Profit of Religion) এবং ৩৯ (Good fortune) অধ্যায় যথাক্রমে পালি মঙ্গলসুত্ত ও মহামঙ্গল জাতকের অনুবাদ।[২] এইভাবে 'পা-কিউ-কিঙ' এর আলোচনায় দেখা যায় ইহার অতিরিক্ত শ্লোকগুলি মূল সংস্কৃত ধর্মপদে পরবর্তী কালে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার আলোচনায় আরও জানা যায় যে সংকলক গণ সকলেই পালি 'সুত্তনিপাত' হইতে পুনঃ পুনঃ অধিকতর শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম (Impermanenec), দ্বিতীয় (Insight into wisdom), ৩য় (Sravaka),

১. Beal Samual : Dhammapada, p. 208.

২. Prakrita Dhammapada, Introduction, p. XIV.

৪র্থ (Simple faith), ৭ম (Love), ৮ম (Words) এবং ৩৯ (Good fortune) অধ্যায়সমূহ যথাক্রমে সুত্তনিপাতের 'সল্লসুত্ত', 'উট্‌ঠানসুত্ত', 'চুন্দসুত্ত', 'আলবক সুত্ত', 'মেত্তসুত্ত', 'সুভসুত্ত, এবং 'মহামঙ্গলসুত্তে'র অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি পালি ধম্মপদের মতই ত্রিপিটক হইতে সংকলিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপদ ও উদানবর্গ ঃ

উদানবর্গে চৈনিক 'ছু-উহ-কিং' এর মত ৩৬টি অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে ২৬টি অধ্যায় পালি ধম্মপদের ৩৩টি অধ্যায় 'ছু-উহ-কিং'এর অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট অধ্যায়ের শ্লোকগুলি সুত্তনিপাত, খুদ্দকপাঠ, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পিশেল সাহেব সংস্কৃত ও তিব্বতী সংস্করণের সহিত পালি ধম্মপদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সংস্করণের পরিচ্ছেদগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়।

সংস্কৃত ধর্ম্মপদ		তিব্বতী ধর্ম্মপদ		পালি ধর্ম্মপদ	
২য় পরিচ্ছেদ শ্লোকসংখ্যা	২০	II	২০		
V	১৭	V	২৮	XVI	১২
VIII	১৫	VIII	১৫		
XVI	২৪	XVI	২৩	XXI	১৬
XX	২২	XX	২১	XVII	১৪
XXIX	৫৭				
XXX	(৬৬ বা ৬৫) ৫১(৫২)	XXX	৫৩	XV	১২
XXXI	৬০	XXXI	৬৪	III	১১

ধম্মপদট্‌ঠকথা—ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ।[১] ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে এই

১. H C. Norman কর্তৃক ইহার ইংরেজী সংস্করণ পালি টেক্সট সোসাইটি, লণ্ডন, হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। Mr. E. W. Burlingame ৩য় খণ্ডে (Harvard Oriental Series edited by Lanman, Vol. 28 & 30) ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Mr. Duroiselleও ইহার কিছু অংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (Periodical Buddhism, vol. II, 1905—190৪)। ধর্ম্ম-

বিষয় পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও মতদ্বৈধ আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ইহা বুদ্ধঘোষেরই রচনা। ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ বুদ্ধঘোষ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অট্‌ঠকথাসমূহ তাঁহার নিজের রচনা নহে। তিনি সিংহলী অট্‌ঠকথা হইতে স্থবির কুমার কাশ্যপের অনুরোধে ইহা মাগধী ভাষায় অনুবাদ করেন।[১] এই গ্রন্থের শেষে পরিষ্কারভাবে ইহা বুদ্ধঘোষের রচনা বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া ইহার ভাষা, গঠন পারিপাট্য, শব্দ সংকলন ও বর্ণনকুশলতা সবই বুদ্ধঘোষের অনুরূপ।

ইহা ধম্মপদের অন্তর্গত ৪২৩টি গাথার উপর রচিত। ইহাকে ২৬টি বর্গে বিভক্ত করা হয়। ধম্মপদট্‌ঠকথার প্রত্যেক গল্পকে উহার গঠনপদ্ধতি অনুসারে আট ভাবে ভাগ করা যায়ঃ (১) মূলগাথা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া গল্পটি রচিত, (২) যাহাকে উপলক্ষ করিয়া গল্পটি বলা হইয়াছে, (৩) বর্তমান গল্প বা পচ্চুপ্পন্ন বত্থু, (৪) ঘটনার অবতারণা সূচক গাথা বা গাথাসমষ্টি, (৫) প্রত্যেক গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা, (৬) ধর্মদেশনার ফল, (৭) অতীত কাহিনী, (৮) পাত্রপাত্রী পরিচিতি। উপরিউক্ত বিভাগগুলি অনুধাবন করিলে স্বতঃই জাতকের পাঁচটি অংশের কথা মনে পড়ে। যেমন,(১) ভূমিকা—বর্তমান বস্তু, (২) অতীত বস্তু, অতীত জীবনের কাহিনী, (৩) সমাধান—পূর্বজন্মের পাত্রপাত্রীর সহিত বর্তমান জন্মের পাত্রপাত্রীর সম্পর্কস্থাপন, (৪) গাথা—অভিসম্বুদ্ধ গাথা এবং (৫) গাথার ব্যাখা—বেয়্যাকরণ।

জাতক ও ধম্মপদট্‌টঠকথার পার্থক্য হইল এই যে জাতকের গল্পে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ধম্মপদট্‌ঠকথায় শ্রাবক বা বুদ্ধ-শিষ্যদের পূর্বজীবনের কাহিনীই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে জাতক না বলিয়া 'অপদান' বা অবদান বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া জাতক ও ধম্মপদট্‌ঠকথার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। Mr. Burlingame ধম্মপদটঠ কথার সমালোচনা করিতে যাইয়া বলেন "Dhammapadatthakatha is in

---

পদট্‌ঠকথার বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড) শীলালঙ্কর মহাস্থবির কর্তৃক রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশন প্রেস (১ম সংস্করণ) এবং মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১, Dhammapada Atthakatha, vol I, pp. 1—2.

name and form a commentary. But in fact it has become nothing more or less than a huge collection of legends and folktales."[১] বিমলাচরণ লাহা মহাশয় বলেন, "The work as a whole is full of materials, which, however, should be properly and carefully read and utilised for the study of social, religious, political and economic conditions of India in the 5th century A.D."[২]

সেই সময়কার পাক-ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও অর্থনীতি ছাড়া গল্প, উপন্যাস, উপকথা, কৌতুক গল্প, জন্তু জানোয়ার প্রভৃতির কাহিনীতে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। ইহাতে বিনয়পিটকের বহু গল্প পরিবর্তিত অবস্থাতে পাওয়া যায়; যেমন, দেবদত্ত, বোধিরাজ কুমার, ছন্ন প্রভৃতি। উদানের মহাকস্সপ, সামাবতী, বিশাখা, সোনকোটিকর্ণ, সুন্দরী নন্দা, সুপ্পবাসা, জাতকের দেবধম্ম, কুলাবক, তেলপত্ত, সালিত্তক, গোধ, চুল্লপলোভন, কেসব, সালিয়, কুস, ঘট প্রভৃতি। থেরীগাথা ও অঙ্গুত্তনিকায়ের কুণ্ডলকেশী, একসাটক ব্রাহ্মণ, পেসকার ধীতা, সিরিমা প্রভৃতি; এইরূপ 'দিব্বাবদান' ও তিব্বতী 'কাঙ্গুরে'র বহু গল্পের সামান্য পরিবর্তিত রূপ এখানে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষ কোসাম্বীর রাজা পরন্তপ সম্বন্ধীয় বহু গল্প ও কিংবদন্তী তাঁহার গল্পের নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।[৩] ভাসের বাসবদত্তার মত রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রেমকাহিনীর অনুরূপ গল্প এখানে পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে, রাজা উদয়নের মাগন্দিয়া নামক একজন মহিষী ছিলেন। তিনি কুরুরাজের কন্যা।[৫] ইহাতে উল্লেখ আছে জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠাতা অনাথপিণ্ডদের এক কন্যার সহিত সাতবাহন দেশীয় এক রাজপুত্রের বিবাহ হয়। রাজপুত্র পরে তাঁহাকে পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।[৬] বুদ্ধঘোষ কাষ্ঠনির্মিত এক প্রকারের গরুড় পাখীর উল্লেখ করিয়াছেন।

১ Burlingame : Buddhist Legends, pt. I, 26.
২. History of Pali Literature, vol. II., pp. 540—451.
৩. Buddhist Legends, Part 1., pp. 63—64.
৪. Dhammapada Atthakatha, vols, 1—II.
৫. Dhammapada Atthakatha, Udanavatthu, pp. 161 ff.
৬. Ibid., Burmese Edition, p. 333.

এই পাখীর উপর চড়িয়া তিন চারজন লোক অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারিত। হস্তীলিঙ্গ পক্ষীর পাঁচটি হস্তীর বল ছিল। এই পাখীরা অতিক্রান্ত পথের পানে বারবার ফিরিয়া চাহিত। এইগুলি ছাড়া রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, অচেলক, নিঘণ্ট, আজিবক, জঠিল, মৃচ্ছকটিক, তক্ষশিলা, কপিলাবস্তু, বারানসী, রাজগৃহ, বেশালী, হিমালয়, গিজ্জকুট, সিনেরু, গন্ধমাদন পর্বত, খেমা, মল্লিকা, পটাচারা, সুজাতা, রাহুলমাতা, রূপনন্দা, মেণ্ডক, আনন্দ প্রভৃতি বহু ঐাতহাসিক স্থান ও ব্যক্তির নাম পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়।

ধর্মপদট্ঠকথাতে স্কন্দপুরাণের অনুরূপ বহু গল্প আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে একদিন কোসাম্বারাজ পরন্তক তাঁহার স্ত্রীর সহিত রৌদ্র সেবন করিবার সময় একটি হস্তীলিঙ্গ পক্ষী রাণীকে মাংসপিণ্ড ভাবিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। পক্ষীটি একটি গাছের শাখায় বসিলে রাণী ভাবিলেন যে পক্ষীটি পেছন দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় জোরে চিৎকার করিলে হয়ত তাহাকে সে ছাড়িয়া দিতে পারে। রাণী অনুরূপ কাজ করায় পক্ষীটি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাণী এই সময় অন্তঃসত্বা ছিলেন। সকাল বেলা একটি সন্তান প্রসব করিলেন। তখন কোন মুনি বৃক্ষমূলে অস্থিসংগ্রহে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাণী নিজকে ক্ষত্রিয়ানী বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় মুনি তাঁহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া যাইয়া পরিচর্যার দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া তুলিলেন। মুনি যেন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া না যায় সেইজন্য রাণী মুনিকে প্রলোভিত করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত করাইলেন। ইহার পর তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাণী আকাশের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া কোসাম্বীরাজ পরন্তপের মৃত্যু সংবাদ জানিলে মুনিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন. তিনি মুনিকে আরও বলিলেন যে তাঁহার ছেলে তথায় উপস্থিত থাকিলে কোসাম্বীর রাজা হইতেন। মুনি কুমারকে কোসাম্বাতে লইয়া যাইয়া রাজা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই কুমারই হইলেন রাজা উদয়ন। এইরূপ ধম্মপদট্ঠকথাতে জাতক, দিব্বাবদান, পুরাণ প্রভৃতির অনুরূপ বহু গল্প ও কাহিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ধর্মপদের বিষয় বস্তু ঃ

ধর্মপদ একখানি অতিশয় প্রয়োজনীয় ও বহুল প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ। ইহার

প্রধান বিষয়বস্তু মানবমনের সুন্দর অভিব্যক্তি, শীলপালন ও ধর্মাচরণের সুখময় ফল, সদ্বাক্য, সদালাপ, সচ্চিন্তা ও সুমননশীলতার উত্তম আদর্শ প্রচার। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের পদভারে এই গ্রন্থ জর্জরিত হইয়া পড়ে নাই। ইহাতে আছে মানবমনের অনন্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সুস্পষ্ট আলোচনা। অভিধর্মের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব কিম্বা মজ্‌ঝিমনিকায়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিসমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এইজন্য ইহা আধুনিক মনকে এত বেশী আকৃষ্ট করে।

ধর্মপদে বলা হইয়াছে মুক্তিমার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্য-সমূহের মধ্যে চতুরঙ্গ সত্য, ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদের (মানুষের) মধ্যে চক্ষুষ্মান্ (বুদ্ধই) শ্রেষ্ঠ।[১] ইহাই একমাত্র পথ। নির্বাণ লাভের জন্য ইহার চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই। মার ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধ কেবল মুক্তিপথ-প্রদর্শক। তিনি নিজে কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না। সাধককে নিজের কার্যের দ্বারা মুক্তি অর্জন করিতে হয়। সেই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এই গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে। দুঃখ ও রোগভয়পীড়িত মানুষ পর্বত, বন, আরাম, চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে। ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ বা উত্তম শরণ নয়। ইহার দ্বারা মানুষ দুঃখের অন্তসাধন করিতে পারে না। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘই জগতের শ্রেষ্ঠ শরণ। চতুরঙ্গ সত্যই দুঃখ মুক্তির উপায়। চতুরঙ্গ সত্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, আশার অতৃপ্তি। সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্দই[২] দুঃখ।

---

১. মগ্‌গানট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো সচ্চানং চতুরোপদা,
বিরাগো সেট্‌ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্‌খুমা।" ২৭৩
এসেব মগ্‌গো নত্থ'ঞ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিযা
এতং হি তুমহে পটিপজ্জথ মারসেসতং পমোহনং।" ২৭৪
এতং হি তুমহে পটিপন্না দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সথ
অক্‌খাতো বে মযামগ্‌গো অঞ্‌ঞায সল্লমন্থনং
তুম্‌হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা,
পটিপন্না পমোকন্তি ঝাযিনো মারবন্ধনা।

২. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

এই দুঃখ কাহারও কাম্য নহে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা সকলের ভোগ করিতে হয়। এই দুঃখের মূলীভূত কারণ তৃষ্ণা যাহা মানুষকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করায় এবং যে তৃষ্ণার অতৃপ্তিতে মানুষ বিমূঢ় ও হতাশ হইয়া পড়ে। দুঃখ নিরোধ বলিতে নির্বাণ বুঝায়। নির্বাণ অনির্বচনীয়, নির্বাণ পরম সুখ।[১] নির্বাণ শ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম,[২] নির্বাণ অমৃতপথস্বরূপ[৩] এবং সংস্কারসমূহের উপশমই নির্বাণ[৪]। ইহা পরম শান্তিপ্রদ ও সুখকর। সর্ব দুঃখের মূলীভূত কারণ তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে ইহা উপলব্ধ হয়। নির্বাণে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়।

চতুর্থ সত্য হইতেছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহা বুদ্ধ-প্রদর্শিত মুক্তিলাভের উপায়। মুক্তিমার্গের সম্যক উপলব্ধি করানোই ধর্মপদের প্রধান লক্ষ্য। ইহাকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। ইহার তিনটি ভাগ—শীল, চিত্ত এবং প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত। পরমার্থলাভের জন্য শীলের গুরুত্ব অত্যধিক। এই জন্য ইহাতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শীলের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়।[৫] মলবর্গে পঞ্চশীলের উল্লেখ দেখা যায়। 'যে প্রাণীহত্যা করে, মিথ্যাভাষণ করে, চুরি ও পরদার লঙ্ঘন করে এবং সুরা ও মদ্যপানে রত হয় এই জগতে সে নিজেই নিজের মূল খনন করে।''[৬] ভিক্ষুবর্গে (৩৭৫-৩৭৬) ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রাতিমোক্ষ শীলের উল্লেখ আছে। মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ ও সম্প্রলাপ (অসার্থক বাক্য) বিরহিত ধর্মসম্মত, সুমিষ্ট, যথাসময়ে কথনশীল সুভাষিত বাক্যই সম্যক বাক্য। এইরূপ বাক্যের দ্বারা দুই বা বহুজনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

---

১. "আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং
বিস্‌সাস পরমা ঞাতি নির্বাণং পরমং সুখং।" ২০৪।

২. "নিব্বাণং যোগকখেমং অনুত্তরং" শ্লোক নং ১৪৮।

৩. "অমতং পদং" শ্লোক নং ১১৪।

৪. "অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং" শ্লোক নং ১৮১।

৫. 'কোধবগ্‌গো শ্লোক নং ৩৬২।

৬. "যো পানং অতিপাতেতি মুসাবদঞ্চ ভাসতি
লোকে আদিন্নং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
সুরা মেরয পানঞ্চ যে নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধে মেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।" শ্লোক নং ২৪৬—২৪৮।

প্রাণীহত্যা, চৌর্য, পরদারবিরহিত কর্মই সম্যক কর্ম। সর্বপ্রকার দণ্ডদান বর্জন করিয়া সকল প্রাণীর প্রতি অপার মৈত্রী পোষণ করা উচিত। বৌদ্ধমতে অস্ত্র, প্রাণী, মাদকদ্রব্য, মৎস্য ও মাংস বাণিজ্য নিষিদ্ধ। এই সকল বাণিজ্য ব্যতীত কৃষি, চাকরী প্রভৃতি ব্যবসাই সম্যক আজীব। ধর্মপদের মলবর্গে[১] উল্লেখ আছে "যাহারা ধূর্ত, প্রবঞ্চক, নির্লজ্জ, পরের অনিষ্টকারী তাহাদের জীবিকার্জন সহজ। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী ও পরের হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাদের জীবিকার্জন অত্যন্ত কষ্টকর।"

সম্যক স্মৃতি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক সমাধি চিত্তের অন্তর্গত। সৎস্মৃতি, সৎচেষ্টা এবং সৎউদ্যম না থাকিলে জগতে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। একটি বস্তু সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে সেই বস্তু বা জিনিষের প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ হয়। চিত্তে একাগ্রভাব জাগ্রত হয়। চিত্ত একাগ্র হইলে উহা ধ্যানলাভের উপযোগী হয়। ধর্মপদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, নিত্য-নূতন সুখের আশায় সর্বদা ইতস্ততঃ বিচরণশীল। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত হইয়া উপভোগ করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এরূপ স্পন্দনশীল, চঞ্চল ও দুর্নিবার চিত্তকে দমন করিয়া সোজা পথে চালিত করেন। কারণ দূরগামী একাকী বিচরণশীল অশরীরী গুহাশায়ী চিত্তকে দমন করা কঠিন। যাহারা এইরূপ চিত্তকে দমন করিতে পারেন তাঁহারাই ভবসংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এক শত্রু অপর শত্রুকে যেরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না, বিপথগামী চিত্ত তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। অপর দিকে সুপথগামী চিত্ত মাতাপিতা বা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী।[২] ধর্মপদে বলা হইয়াছে কামবিতর্ক বর্তমান থাকিলে চিত্ত একাগ্র হইতে পারেনা। চিত্তে সাম্যভাব না থাকিলে ধ্যানলাভ অসম্ভব। ধ্যানলাভ না হইলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞানলাভ না হইলে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত।

সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। কারণ এই দুইটি নিদর্শন জ্ঞানলাভের অঙ্গস্বরূপ। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে কোন বিষয়েই সফলতা

১. "সুজীবং অহিরিকেন কাক সূরেন ধংসিনা,
পক্খন্দিনা পগব্ভেন সঙ্কিলিট্ঠেন জীবিতং।
হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনা,
অলীনেন'প্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্সতা।" ২৪৪—২৪৫।

২. মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, সম্যক দৃষ্টি সূত্র।

লাভ করা যায় না। কারণ একমাত্র সম্যক দৃষ্টিই অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া সাধকের চিত্তে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে। মানুষ সংস্কারমুক্ত মন নিয়া চিন্তা করিবার শক্তি লাভ করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। চতুর আর্য সত্যের সম্যক অনুভূতিতেই এই জ্ঞান প্রকট হয়। সাধারণ অবস্থায় ত্রিরত্নে বিশ্বাস, শীলপালনে শ্রদ্ধা এবং কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টির অর্থ সমগ্র দৃষ্টি এবং মিথ্যা দৃষ্টির অর্থ একাঙ্গ দৃষ্টি। শুধু দুঃখ সত্যকে জানিলে সম্যক দৃষ্টি হয় না, দুঃখ সমুদয়, নিরোগ এবং মার্গসত্যে জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি, চতুরঙ্গ সত্যের সবটাকে না জানিলে সম্যক দৃষ্টি হয় না, উহা মিথ্যা দৃষ্টি বা একাঙ্গ দৃষ্টি। চতুরঙ্গ সমন্বিত সকল সত্যকে এক সঙ্গে জানাই সমগ্র দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টি।[১] সম্যক সংকল্প তিন প্রকার। যথাঃ অব্যাপদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প এবং নিষ্ক্রমণ সংকল্প। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পেষাণ করাই অব্যাপদ সংকল্প। কাহারও প্রতি হিংসাভাব পোষণ না করিয়া করুণার দৃষ্টিতে দর্শন করার নামই অবিহিংসা সংকল্প। পঞ্চকামগুণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করার যে সংকল্প তাহাই নিষ্ক্রমণ সংকল্প। মানুষের সংকল্প সিদ্ধ না হইলে জগতের কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। মুক্তিমার্গ অনুসরণের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

ইহা ছাড়া ধর্মপদে দান, শীল, ভাবনা, চিত্তসংযম, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়-সংযম, অকুশল চিন্তাত্যাগ, অপ্রমাদ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম প্রভৃতি বিষয়ের অবতা-রণা করা হইয়াছ। ইহাতে বলা হইয়াছে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশুবধ প্রভৃতির দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সর্বপ্রকার পাপমুক্ত, নিষ্কলুষ, প্রশান্তচিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্মল তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কেবল জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। শক্রতার দ্বার শক্রতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শক্রতার উপশম হয়। ইহাই জগতে সনাতন রীতি। এইরূপ আরও বহু নীতিবাক্যে এই গ্রন্থ ভরপুর।

---

১. "ন তং মাতাপিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।" চিত্তবগ্গ, শ্লোক নং ১১।

ধর্মপদের মর্মার্থ সংকলন ঃ

১। যমকবগ্‌গো ঃ

এই বর্গের গাথাসমূহ পরস্পর দুইটি করিয়া ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশ করে বলিয়া ইহাকে 'যমজ' বা 'যমক' বর্গ বলে। দুইটি ভিন্নমুখী ভাবের মধ্যে একটির গতি ঊর্দ্ধদিকে এবং অপরটির গতি নিম্নাভিমুখী। এই বর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত ধর্মসমূহের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। আমরা যে কোন কার্য করি না কেন মনই তথায় পূর্বগামী। মনকে বাদ দিয়া কোন কার্যই সম্ভবপর নহে। সমস্ত কার্যই যেন মনোময়। কলুষিত মনে কোন কার্য করিলে বা কোন কথা ভাষণ করিলে গাড়ীর চাকা যেমন ভারবাহী পশুকে অনুসরণ করে তদ্রূপ দুঃখও মানুষের অনুসরণ করে। আবার প্রসন্ন অন্তঃকরণে কোন কার্য করিলে বা কোন ভাষণ করিলে ছায়ার মত সুখ তাহার অনুসরণ করে। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়।[১] ক্রোধীকে ক্রোধের দ্বারা দমন করা যায় না, অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধীকে দমন করা সম্ভব। 'সে আমাকে আঘাত করিয়াছে, সে আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছে, বা জয় করিয়াছে' প্রভৃতি চিন্তা করিলে শত্রুতার ভাব সাম্য হয় না। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারাই আক্রোশভাব সাম্য হয়। যে ব্যক্তি বাহ্যিক শোভা বা সৌন্দর্য খুঁজিয়া বেড়ায় তাহার ইন্দ্রিয়াসক্তি কোনদিনই সাম্য হয় না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর ভোগের লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অনুরাগাসক্ত ব্যক্তি ঝটিকাক্রান্ত দুর্বল বৃক্ষের মত হঠাৎ কালের কবলে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারসমূহ যাঁহার সুসংযত, ভোজনে যিনি মাত্রজ্ঞ, যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও বীর্যবান তিনি মারকে পরাভূত করিতে পারেন। কামরাগপরায়ণ অসংযমী ব্যক্তি কাষায় পরিধানের যোগ্য নহে। যে সারকে সার এবং অসারকে অসার বলিয়া না জানে সে কোনদিন লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার সংকল্পই মিথ্যা।[২] যে সারকে সার বলিয়া জানে এবং অসারকে অসার বলিয়া জানে সেই সম্যক সংকল্পপরায়ণ

১. "নহি বেরেণ বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচনং"
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্ম সনন্তনো। শ্লোক নং ৩।

২. মিথ্যা সংকল্প বলিতে দশ প্রকার অসত্য ধারণা বুঝায়। যথা,— মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, অবিদ্যা ও ভ্রান্তধারণা। যাহারা উপরোক্তভাবে মিথ্যা সংকল্পপরায়ণ তাহারা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, পরমার্থ, নির্বাণ প্রভৃতি সত্য ধর্ম উপলব্ধি

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই সারবস্তু লাভ করিতে পারেন।[১] পুণ্যবান ব্যক্তি ইহপরলোকে সুখে বাস করেন এবং পাপী ব্যক্তি তাহার কৃত দুষ্কর্মের দ্বারা ইহলোকেও নানা-প্রকার দুর্নামের ভাগী হয়, পরলোকে নরকে উৎপন্ন হইয়া তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে।

দুচ্ছন্ন গৃহ যেমন বৃষ্টিধারা প্রতিরোধ করিতে পারে না সেইরূপ অভাবিত চিত্তে লালসার প্রভাব রোধ করা সম্ভব নহে। মূর্খব্যক্তি বহুভাষণ করিয়াও পণ্ডিত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অল্প বাক্য-প্রয়োগ করিয়া এবং তদনুরূপ আচরণ করিয়া জগতে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হন। বুদ্ধের বাণী অল্প পরিমাণ আবৃত্তি করিয়া রাগ দ্বেষ মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখের অবসান করা সম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তি এই দেহমিশ্রিত,[২] পঞ্চস্কন্ধ ধাতু,[৩] ও আয়তনকে[৪] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভাগ করিয়া উপদানসমূহ[৫] হইতে চিত্তকে মুক্তি করিয়া নির্বাণ সাক্ষ্যাৎ করেন।

২। অপ্পমাদ বগ্‌গো

অপ্রমাদবর্গের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। কথিত আছে শ্রমণ ন্যাগ্রোধের মুখে অপ্রমাদবর্গের আবৃত্তি শুনিয়া সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে

করিতে পারে না। যাহার সংকল্প পরিশুদ্ধ তিনি সত্যধর্ম উপলব্ধি করিয়া সারাৎসার বিমুক্তিপথ অবলম্বন করতঃ নির্বাণসাক্ষাৎ করেন।

১. "সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মা সংকল্প গোচরা।" শ্লোক নং ১২।

২. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

৩. যাহা নিজ স্বভাব ধারণ করে তাহাই ধাতু। ধাতু ১৮ প্রকার। যথা,— চক্ষু, শ্রুতি, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য, ধর্ম, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, ও মনোবিজ্ঞান।

৪. 'আয়তন' অর্থ উৎপত্তিস্থান। "আনে তনোতি আযতনঞ্চ নযতীতি আ" (বিসুদ্ধিমগ্‌গো, পৃ ৫২৭); "আযস্‌স বা তননতো আযতস্‌স বা সংসারদুক্‌খস্‌স নযনতো আয়তনানি।" (খুদ্দকপাঠো অট্‌ঠকথা, পৃ ৮২)। আয়তন ১২ প্রকার চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্মায়তন। প্রথম ছয়টি আয়তনকে আধ্যাত্মিক আয়তন এবং পরের ছয়টিকে বাহ্যিক আয়তন বলে। বিস্তৃতার্থের জন্য 'অত্থসালিনী'র ভূমিকা দেখ।

৫. উপাদান চার প্রকার। যথা,— কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত এবং আত্মবাদ।

তিনি (অশোক) ৬০,০০০ ভিক্ষুর নিত্য আহার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই অশোকই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ ঐ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ৯৬ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যে ৮৪০০০ বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের পরামর্শে দেশদেশান্তরে ধর্ম-প্রচারের জন্য বৌদ্ধসংঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমনকি নিজ পুত্র মহিন্দ ও কুমারী সংঘমিত্তাকে বৌদ্ধ সংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই 'পরাক্রম', 'উৎসাহ', 'উদ্যম' ও 'উত্থান'ই অশোক অনুশাসনের মূল কথা।[১] ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে 'অপ্রমাদ' বুদ্ধ-জীবনদর্শনের মূলভিত্তি ; 'অপ্রমাদ' কথাটির মধ্যেই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[২] ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, "প্রত্যেকের নির্বাণ-লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষ বাণী।"[৩]

'অপ্রমাদ' যে বুদ্ধপ্রদর্শিত নীতিবাক্যসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। ত্রিপিটকের বহু অংশে ভিক্ষুদিগকে অপ্রমাদপরায়ণ হইবার জন্য বুদ্ধকে উপদেশ প্রদান করিতে দেখা যায়। মহা-পরিনির্বাণসুত্তে ভগবান বুদ্ধের অন্তিম উপদেশের মধ্যে এই অপ্রমাদ পদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।[৪] ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তে অপ্রমাদকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানমার্গ লাভের অন্তরায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে তন্মধ্যে হস্তিপদচিহ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ

---

১. "কতয়ব মতে হি মে সর্বলোকহিত, তস চ পুন এস উস্‌টানং।" ষষ্ঠ গিরিলিপি (গিরণার),।
"Parakkama, Uyyama, Usaha and Utthana are the keynotes of Asoka's life as well as his government." — Asoka and his Inscription by Dr. B. M. Barua.

২. "Apramada was the root principle or basic idea of Buddha's ...... With Buddha Apramada is the single term by which the whole of his teaching might be summed up."—Ibid, pp. 27, 150.

৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৯৩৪, পৃ ৪৯।

৪. "ভয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।" মহাপরিনিব্বানসুত্ত।

যতপ্রকার কুশলধর্ম আছে তাহার মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।[১] অপ্রমাদ ব্যতীত স্মৃতির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। অপ্রমাদের মূল লক্ষ্য স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। কারণ স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত নির্বাণলাভ সুদূরপরাহত। স্মৃতি সর্বার্থ-সাধক। উদাসীন ও প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তির স্মৃতি জাগ্রত থাকা সম্ভবপর নহে। যাহারা অপ্রমাদপরায়ণ হইয়া স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত হন।

'অপ্রমাদ' শব্দের মূল অর্থ 'জাগ্রতভাব', 'উত্থানশীলতা', 'উদ্যম', 'উৎসাহ' প্রভৃতি। প্রমাদ মৃত্যুর পথস্বরূপ, অপ্রমাদ অমৃত বা নির্বাণের দ্বার। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি মৃতবৎ এবং অপ্রমাদ মৃত্যুঞ্জয়ী।[২] কারণ তিনি সব সময় জাগ্রত এবং ধর্মাচরণে তৎপর। যাহারা প্রমাদের বশবর্তী হইয়া বহুবিধ পাপানুষ্ঠানে রত হয় তাহাদের তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল। এইজন্য তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনও প্রমাদের বশবর্তী হন না। তাঁহারা বীর্যবান, স্মৃতিমান, সংযত ও শীলবান হইয়া ধর্মজীবন যাপন করেন। অপ্রমত্ত এই সংসার সমুদ্রে—নিজের সুকর্মের দ্বারা এমন এক আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেন যাহা সংসার-স্রোত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তিগণ প্রমাদের অনুসরণ করিয়া বহু অপুণ্য সম্পাদন করিয়া মহা দুঃখভোগ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরম সম্পদের মত অপ্রমাদকে রক্ষা করেন এবং অপ্রমাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া পর্বতস্থিত ব্যক্তির ন্যায় প্রমত্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

প্রমত্ত ও অপ্রমত্তের মধ্যে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন দুর্বিসহ এবং অপ্রমত্তব্যক্তি সর্বদা সুখে বাস করেন। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি. অপ্রশংসা দৈনন্দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তির বর্ণ, কীর্তি, প্রশংসা সর্বদিকে দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে, সেইরূপ বিস্তারলাভ করে। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা প্রমত্ত ব্যক্তিদিগকে পশ্চাতে

---

১. প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ভিক্ষু অনোমদর্শী : ধম্মপদং, কলিকাতা, পৃঃ ২০,

২. "অপ্পমাদো অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্ত যথামতা।" শ্লোক নং-২১.

ফেলিয়া চলিয়া যান। দেবরাজ ইন্দ্র[১] অপ্রমাদের দ্বারাই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন।[২] বুদ্ধগণ প্রমাদকে নিন্দা এবং অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি অত্যধিক কামনা-বাসনার বশীভূত হইয়া নীচ যোনীতে অথবা নরকে জন্মলাভ করিয়া সর্বদা দুঃখ ভোগ করে। অপ্রমত্ত ভিক্ষু অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সংযোজন[৩] জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ইহজীবনে সর্ব দুঃখের অবসানকরতঃ নির্বাণসুখ উপলব্ধি করেন। অপ্রমত্ত ও অবিরাম প্রচেষ্টা-পরায়ণ ভিক্ষুর পতন হইতে পারে না। তিনি কখনও আর্য মার্গ ও ফল[৪] হইতে বঞ্চিত হন না। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে ইহ-জীবনে সম্পূর্ণ তৃষ্ণাক্ষয় করিতে না পারিলেও নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন।

---

১. 'মগবা' 'শক্র' ইন্দ্রেরই প্রতিশব্দ। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রে ইন্দ্র সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতে ইন্দ্র অহিংসক নহেন। তিনি দৈত্যদানব বধ করিয়া দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন। ঋক্‌বেদে তাঁহার সম্পর্কে বহু শ্লোক প্রচলিত আছে। তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য বহু যাগযজ্ঞ ও বলি প্রদান করা হয়। গ্রীক দেবতা জিয়ুসের (Zeus) মত ইন্দ্রকে যুদ্ধের দেবতা বলা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইন্দ্রকে সৎপুরুষগণের সহায়করূপে কল্পনা করা হইলেও তিনি রাগদ্বেষ মোহের অতীত নন। ইন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবতারা মানুষ হইতে একটু উচ্চস্তরের প্রাণী। তাঁহারা পুণ্যের দ্বারাই স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। আবার পুণ্যক্ষয় হইলে তাঁহাদের পতন হয়। দেবরাজ ইন্দ্র আবহমান কাল ধরিয়া স্বর্গে অবস্থান করেন না। ধম্মপদট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বুদ্ধের সেবা করিয়া এবং বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। সংযুক্তনিকায়ে উল্লেখ আছে ইন্দ্রত্বলাভের জন্য নিম্ন লিখিত সাতটি ব্রত পালন করা প্রয়োজনঃ (১) আজীবন মাতাপিতার সেবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, (২) মৃদুভাষণ, (৩) ভেদকথা পরিহার (৪) কৃপণতা ত্যাগ, (৫) সর্বপ্রকার দানানুষ্ঠান, (৬) সত্যভাষণ এবং (৭) ক্রোধ ত্যাগ।

২. "অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো. শ্লোক নং-৩০
অপ্পমাদং' পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।

৩. সংযোজন দশপ্রকার, (১) সৎকায়দৃষ্টি = আত্মবাদ, = (২) বিচিকিৎসা = সংশয়, (৩) শীল-ব্রতপরামর্শ = শারীরিক কৃতসাধন অথবা ব্রত মানসাদির দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাসী, (৪) কামরাগ, (৫) ব্যাপাদ, (৬) রূপরাগ, (৭) অরূপরাগ, (৮) মান, (৯) ঔদ্ধত্য এবং (১০) অবিদ্যা।

৪. মার্গ ও ফল ভেদে সাধনার ফল ৮ প্রকার। যথা,- স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপন্ন ফল, সকৃতিগামী মার্গ, সকৃতাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎমার্গ ও অর্হৎফল।

৩। চিত্তবগ্‌গো ঃ

'চিত্ত' শব্দের অর্থ 'মন', 'অন্তঃকরণ', 'হৃদয়'। 'চিত্ত' চিন্তা করে বলিয়া ইহাকে চিত্ত বলা হয়।[১] চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল।[২] চপলমতি বালকের মত ইহা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকেনা। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতিতে রমিত হইবার জন্য ইহা সর্বদা উন্মুখ। ইহার গতি দুর্নিবার (দুন্নিবারং), ও অপ্রতিহত। ইহাকে দমন করা খুবই কঠিন। ইহা সদা বিচরণশীল, চঞ্চল, মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ সর্ব বস্তুতে লিপ্ত হইয়া ভোগের আস্বাদ অনুভব করিতে চায়। জল হইতে উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় বিষয়সমূহে রমিত হইবার জন্য ছটফট করিতে চায়।[৩] পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ চিত্তকে ধনুর্বাণ প্রস্তুতকারীর মত সোজা করিয়া মুক্তিমার্গে নিয়োজিত করেন।

ইহার গতি সূক্ষ্ম ও দুর্ধর্ষ, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভালমন্দ সকল বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়। সেইজন্য ইহাকে বশীভূত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চিত্ত দূরগামী, একচারী অশরীরি, ও গুহাশায়ী। এইরূপ চিত্তকে সংযত করিতে না পারিলে মুক্তিমার্গ লাভ করা সম্ভব নহে। যিনি মতিচ্ছন্ন, যাহার চিত্ত অস্থির ও প্রসাদ-হীন এবং যাহার জ্ঞান অপরিপক্ক সে কখনও নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্ত কামনা-বাসনাহীন, যিনি সর্বদা জাগরিত এবং পাপপুণ্য উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, সেই বাসনাহীন জাগ্রত ব্যক্তির কোন ভয় নাই। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে মৃত্তিকানির্মিত ঘটের ন্যায় মনে করিয়া প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র লইয়া মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতঃ এই চিত্তকে তৃষ্ণামুক্ত করিতে হইবে। সু-রক্ষিত চিত্ত একজন মানুষের যেরূপ উপকার করিতে পারে মাতা-পিতা কিম্বা অপর কোন জ্ঞাতি সেরূপ করিতে পারে না। সুসংযত ও সুপরি-চালিত চিত্ত ব্যতীত মরণশীল মানবের উপকার করিবার আর কিছুই নাই।

---

১. 'চেতেতীতি চিত্ত'। ধম্মপটঠকথাতে (১ম খণ্ড, পৃ ২১৮) নিম্নরূপভাবে চিত্তের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ঃ "চিত্তংতি বিঞ্ঞানং ভুমিকবথু আরম্মণ-করিয়াদি চিত্ততায় পন এতং চিত্তং তি বুত্তং"; খুদ্দকপাঠো অটঠকথা, পৃ ১৫৩.; নেত্তিপকরণ, পৃ ৫২ ঃ "চিত্তং মনোবিঞ্ঞানং তি চিত্তসস এতং বেবচনং"।

২. 'চপলং চিত্তং'।

৩. "বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকত উবভতো,
পরিফন্দ্রতি' ইদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।" শ্লোক নং ৩৪

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞাভাবনার দ্বারা চিত্তকে সৎপথে চালিত করেন।

৪। পুপ্ফবগ্গো ঃ

এইবর্গের অধিকাংশ শ্লোকের সহিত পুষ্পের উপমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পুষ্পবর্গ বলে। উদ্যান হইতে পুষ্পচয়নের ন্যায় বুদ্ধের উপদেশসমুহ সংগৃহীত হইয়াছে। শৈক্ষ্য ব্যক্তি যমলোকসহ দেব ও মনুষ্যলোক জয় করিতে সক্ষম। কামনা-বাসনা-বিহীন ভিক্ষু এই দেহকে ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করিয়া কামদেবের পুষ্পশর ছিন্ন করতঃ মারের প্রভাব অতিক্রম করেন। অনুরাগ-পরায়ণ অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি পুষ্প চয়নকারীর ন্যায় অত্যধিক ভোগবাসনায় লিপ্ত হইয়া অতৃপ্ত হৃদযে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১] মুক্তিকামী ভিক্ষু বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে[২] পরিপূর্ণ এই মরদেহের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করিয়া আর্যমার্গ অবলম্বনকরতঃ নির্বাণ উপলব্ধি করেন। ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণ-গন্ধের কোন ক্ষতিসাধন না করিয়া কেবল মধু আহরণ করে সেইরূপ ধ্যান-পরায়ণ মুনি (ভিক্ষু) কাহারও কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করিয়া লোকালয় হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন।[৩] পরের দোষগুণ অনু-সন্ধানে সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজের দোষগুণ বিচার করাই শ্রেয়। সুন্দর ও মনোরম পুষ্পের গন্ধ না থাকিলে যেমন সমাদৃত হয় না তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য প্রতিপালিত না হইলে নিষ্ফল হয়।[৪] সুভাষিত বুদ্ধবচন আচরণের উপরই প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে। মালাকার যেমন নানাপ্রকার ফুল

১. "পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্ত মনসং নরং,
অতিত্তং এব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং।" শ্লোক নং ৪৮,

২. কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা; মূত্রগ্রন্থি (বৃক্ক). হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি (অন্ত্রগুণ), পাকস্থলী মল (করীষ), মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি; থুথু, শিক্নি, লসিকা এবং মূত্র।

৩, যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কযিরা মালগুনে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।" শ্লোক নং ৫৩

৪. "যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।
যথাপি রুচিরং পুপফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।" শ্লোক নং ৫১ – ৫২.

সংগ্রহ করিয়া সুন্দর মালা তৈরী করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও নিজের জীবনে নানারূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাঁহার মুক্তির পথ সুগম করেন। চন্দন, টগর অথবা মল্লিকা পুষ্পের গন্ধ বাতাসের বিপরীত দিকে গমন করে না, কিন্তু সৎপুরুষদিগের যশসৌরভ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধ-শ্রাবকগণ তাঁহাদের শীলগন্ধের সৌরভে চারিদিক আমোদিত করেন। সর্বপ্রকার গন্ধের চেয়ে শীল—গন্ধই উত্তম। টগর বা চন্দন সারের গন্ধ অল্পমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু শীলবান ব্যক্তির খ্যাতি দেবতাদের মধ্যেও বিস্তারলাভ করে। শীলবান, উদ্যমী, সর্বদা প্রচেষ্টাপরায়ণ ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নহে। রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপেও যেমন মনোরম সুগন্ধিযুক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে বুদ্ধশিষ্যগণ তাঁহাদের চরিত্র ও জ্ঞানের সৌরভে প্রদীপ্ত হন।

৫। বালবগ্‌গো ঃ

এই বর্গে 'বাল' বা মূর্খব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাত্রি দীর্ঘ, পথশ্রান্ত ব্যক্তির অল্পমাত্র পথ ও যেমন দীর্ঘমনে হয় তদ্রূপ সদ্ধর্মে অপটু ব্যক্তির সংসার যাত্রাও দীর্ঘ। সেইজন্য সংসারের চলার পথে নিজের সমান কিম্বা নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সঙ্গী পাওয়া না গেলে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনও মূর্খের সাহচর্য করা উচিত নহে। মূর্খ ব্যক্তি যে পরিমাণে নিজের মূঢ়তা সম্বন্ধে সজাগ সেই পরিমাণে সে পণ্ডিত। কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ হইয়াও নিজেকে পণ্ডিত মনে করে সেই প্রকৃত মূর্খ। মূর্খ ব্যক্তি সারাজীবন ধর্মচর্চা করিলেও ধর্মের আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি জিহ্বায় ব্যঞ্জন-আস্বাদনের ন্যায় মুহূর্তকাল পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।[১] নির্বোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতাচরণ করে। এমন কার্য করিতে নাই, যার জন্য

---

১. "যাবজীবম্পি চে বালে পণ্ডিতং পযিরুপাসতি,
ন সোধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা।
মুহুত্তম্‌পি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পযিরুপাসতি;
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সুপরসং যথা।" শ্লোক নং ৬৪—৬৫।

পশ্চাতে অনুশোচনা করিতে হয়। যে কর্মের দ্বারা নিজের ও পরের ইহ-পরকালের হিত সাধিত হয় সেই কর্ম করাই উত্তম। পাপ কর্মের ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত মূর্খব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে কিন্তু যখন পাপকর্ম পরিপক্ক হইয়া ফল দিতে আরম্ভ করে তখন তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকেনা।[১] মূঢ়ব্যক্তি মাসের পর মাস কুশাগ্রে ভোজন[২] প্রভৃতি বহুপ্রকার তপশ্চরণ করিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের[৩] ধর্মাচরণ জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। সত্তনির্গত দুগ্ধ যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয় না সেইরূপ পাপকার্যও আশু ফলদায়ী হয় না। উহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মূর্খব্যক্তিকে দগ্ধ করিতে থাকে। শিল্পজ্ঞান ও ধনার্জন মূর্খ ব্যক্তির বিনাশের কারণ হয় কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা মহা সম্মান ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হন। অজ্ঞ ভিক্ষুরাই আবাস, বিহার, প্রভুত্ব, পূজা, সম্মান ও নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। ইহার দ্বারা দুরাকাঙ্খা ও অহঙ্কার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের সেই অসদিচ্ছা প্রবলাকার ধারণ করিলে বিদর্শন-ভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। কারণ লাভ সৎকার ও মুক্তির পথ ভিন্ন।[৪] বুদ্ধশিষ্যগণ এইজন্য লাভ সৎকারের পথ পরিহার করিয়া মুক্তিমার্গ অনুসরণ করিবার জন্য তৎপর হন।

৬। **পণ্ডিতবগ্‌গো ঃ**

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। যিনি দোষ দেখাইয়া দেন এবং অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করেন তাহাকে গুপ্তধন প্রদর্শকের ন্যায় জ্ঞান করাই পণ্ডিতের লক্ষণ।[৫] দোষ প্রদর্শনকারী আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে

---

১. "মধুবা মঞ্ঞতি বালো যাব পাপং ন পচ্চতি,
যদা চ পচ্চতি পাপং অথ বালো দুকখং নিগচ্ছতি।" শ্লোক নং ৬৯

২. অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা দুঃশীল সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়া তপোব্রত পূর্ণ করিবার জন্য মাসের পর মাস কুশ তৃণাগ্রে ভোজন, নগ্নচর্যা, বিষ্ঠাভোজন প্রভৃতি বিরূপ কর্ম করিয়া তাহাতে তাহারা পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করে। বুদ্ধ এইগুলিকে নিন্দনীয় ও মূল্যহীন কর্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (শ্লোক নং ৭০, ১৪২, ১০৮, ১০৭)।

৩. এখানে অর্হত্বফললাভী সৎপুরুষদের কথা বলা হইয়াছে। বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, অগ্‌গ-সাবক, মহাসাবকেরা ইঁহাদের অন্তর্গত।

৪ "অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী।" শ্লোক নং ৭৫

৫. নিধীনং'ব পবাত্তরং যং পস্‌সে বজ্জদস্‌সীনং
নিগ্‌গয্‌হবাদীনং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে।" "শ্লোক নং-৭৬।

ভজনা করাই উত্তম। যিনি প্রত্যক্ষে উপদেশ প্রদান করেন, পরোক্ষে অনুশাসন করেন, তিনি অসাধু ব্যক্তির অপ্রিয় হইলেও সাধু ব্যক্তির প্রিয় হন। এইরূপ ব্যক্তির সংসর্গে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা সুখে শয়ন করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত হইয়া আনন্দ লাভ করেন।

জলসেচনকারী জলকে ইচ্ছানুসারে চালিত করে, ধনুর্ধারী শরকে সোজাভাবে নমিত করে, সূতার কাষ্ঠকে সোজা বাঁকা করিয়া নানাবিধ আসবাবপত্র প্রস্তুত করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজকে সংযত করিয়া বিবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সুসংবদ্ধ শৈলের মত কাহারও নিন্দা প্রশংসার দ্বারা বিচলিত হন না। গভীর হ্রদ যেমন সর্বদা স্বচ্ছ ও অনাবিল সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও সর্বাবস্থাতে চিত্তে শান্ত ও পবিত্রভাব আনয়ন করিয়া নিশ্চল থাকেন। সৎব্যক্তি সকল সময়ই ত্যাগধর্মী। কখনও ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন না। তিনি এমনকি অসদুপায়ে নিজের বা পুত্রের জন্য রাষ্ট্র বা ধনও কামনা করেন না। তিনি সর্বদা শীলবান, প্রজ্ঞাবান হইয়া ধার্মিক জীবন যাপন করেন। তিনি কায়-মন-বাক্যে সংযত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক ভোগাসক্তি পরিহার করিয়া বিহার করেন এবং চিত্তকে সংযত করিয়া ধ্যানাসনে উপবেশন করতঃ সর্বপ্রকার তৃষ্ণার অবসান করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

৭। অরহন্তবগ্‌গো ঃ

'অরি' বা রিপুকে যিনি পরাজয় করিয়াছেন তিনি হইলেন অর্হৎ। 'অর্হৎ' শব্দের অন্য প্রতিশব্দ হইল 'খীনাসব', 'রিপুঞ্জয়'। অর্হৎকে প্রায় নিম্নলিখিতভাবে প্রশংসা করা হয়। যিনি সমস্ত প্রকার আসব ক্ষয় করিয়াছেন, যিনি অলঙ্কৃত, ব্রহ্ম-চর্য যাহার কৃত হইয়াছে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহার আর কোন প্রকার করণীয় নাই।[১] অর্হৎ একক ও নির্জনে বিচরণশীল, অপ্রমত্ত, আতাপী, ঐকান্তিক এবং আত্মজয়ী।[২] অর্হতেরা প্রায় সদোক্তি করিয়া থাকেন ; আমার

---

১. "খীন জাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করনীয়ং নাপরং ইত্থত্তায।'

২. "একো বুপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো, অরহং খীনাসবো বুসিতক্করণীয় ওহিতভারো অনুপ্পত্তসদত্থো পরিক্‌খিন ভবসংযোজনো সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তো।'

অন্তর্দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, অচল দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে ঃ ইহাই আমার শেষ জন্ম আমার কোন পুনর্জন্ম নাই।[১]

এই বর্গে অর্হতের আরও বহুগুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বীতরাগ, শোকবিহীন, এবং সর্ব বন্ধনবিমুক্ত তাঁহার অন্তরে কোন প্রকার দাহ থাকিতে পারেনা। যিনি স্মৃতিমান ও বিগতস্পৃহ, তিনি জলাশয়ে ত্যাগী হংসদলের ন্যায় আলয়ে আনন্দ লাভ করেন না। যিনি সঞ্চয়হীন, পরিজ্ঞাতাহারী, তৃষ্ণা-বিহীন, অনাসক্ত, যাঁহার শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও বিমুক্তি গোচরীভূত এইরূপ ব্যক্তির গতি উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় অজ্ঞেয়। সারথি কর্তৃক সুবিনীত অশ্বের ন্যায় যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত, যিনি নিরাসক্ত ও মানহীন তাঁহার উন্নতিতে দেবতারাও ঈর্ষাপোষণ করেন। তিনি অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা[২] বিচলিত হন না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর মত স্থির, স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল এবং যাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় নির্মল তাঁহার আর কোন পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ প্রশান্ত ব্যক্তির কায়, বাক্য ও চিত্ত, শান্ত হয় এবং তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী হন। সেই লোকোত্তর জ্ঞানে আলোকিত ব্যক্তি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি গ্রামে, নগরে, গভীর অরণ্যে যেখানেই বাস করুন না কেন সমস্ত জায়গা তাঁহার সংস্পর্শে রমণীয় হইয়া উঠে। রমণীয় নির্জন অরণ্য প্রদেশে পার্থিব জনসাধারণ আনন্দলাভ না করিলেও বীততৃষ্ণ অর্হৎবৃন্দ তথায় মুক্তির আস্বাদ উপলব্ধি করেন। কারণ তাঁহারা ভোগের আনন্দ উপভোগ করেন না।

৮। সহস্সবগ্গো ঃ

এই অধ্যায়ে সুভাষিত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। অনর্থপদ-যুক্ত বহু বাক্য ভাষণ করার চেয়ে লোভ দোষ মোহ উপশমকারী অর্থপূর্ণ একটি বাক্য বলাই উত্তম। কারণ অনর্থপূর্ণ বহুশ্লোক আবৃত্তি বা শিক্ষা দ্বারা দুঃখ উপশম হয় না। ধর্মের সারার্থযুক্ত একটি শ্লোক শিক্ষা করিয়া তদনু-যায়ী আচরণ করিলে পরম শান্তিলাভ হয়। অনর্থপূর্ণ শত গাথা ভাষণ করার চেয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তিকর একটি শ্লোকের দ্বারা বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে

১. "ঞানং চ পন মে দস্সনং উদপাদি অকুপ্পা মে চেতো বিমুত্তি অযং অন্তিমা জাতি নত্থি দানি পুনব্ভবো।'

২. লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ।

শত শত যোদ্ধাকে পরাস্ত করা বড় কথা নহে, যে নিজকে জয় করিতে পারে (অর্থাৎ আত্মদমন করিতে পারে) সেই প্রকৃত জয়ী। কারণ অপরের উপর জয়লাভের দ্বারা সংযমী হওয়া যায় না।[১] বিজয়ীর মনে সাময়িক আনন্দ ও প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব হইলেও ইহার পরিণাম ভয়াবহ। আত্মজয়ী পুরুষ সর্বদা কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করে। ইহাতে তাঁহার পুণ্যের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে সর্বত্র তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। এইরূপ আত্মজয়ী পুরুষের জয়কে দেব, গন্ধর্ব কিম্বা মার কেহই পরাজয়ে পরিণত করিতে পারে না। মাসে মাসে শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে পণ্ডিত ও অধ্যাত্মজ্ঞানলাভী ব্যক্তির মুহূর্তকাল সেবা বা উপাসনা করাই শ্রেয়। শত সহস্র বৎসর অগ্নির উপাসনার পুণ্য সৎপুরুষদিগের প্রতি সম্মান ও পূজাজনিত পুণ্যের শতাংশের একাংশের ও সমান হয় না।

মহাপুরুষদের প্রতি অভিবাদনজনিত পুণ্যের তুলনায় যাগযজ্ঞের পুণ্য অতি সামান্য। শীলবান বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অভিবাদনের দ্বারা ইহজীবনে চারি প্রকার পুণ্যলাভ হয়। যথা,— আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল।[২] দুঃশীল হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে প্রজ্ঞাবান ও সংযত হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ও অসংযত হইয়া শতবর্ষ জীবন যাপন করার চেয়ে শীলবান ও ধ্যান-পরায়ণ হইয়া একদিন জীবন ধারণ করা উত্তম। পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবন ধারণ করার চেয়ে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞাত হইয়া একদিন জীবিত থাকা উত্তম। অমৃতপদ বা নির্বাণ সাক্ষাৎ না করিয়া শতবর্ষ জীবন ধাবণ করার চেয়ে পরমার্থ লাভ করিয়া এক মূহূর্ত্ত জীবিত থাকা শ্রেয়। স্বদ্ধর্ম জ্ঞাত না হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকার চেয়ে সার ধর্ম বা চতুর আর্য সত্য জ্ঞাত একদিন জীবন ধারণ করা শ্রেয়।

১. "যো সহসসং সহসসেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো" শ্লোক নং ১০৩।
২. "অভিবাদনসীলসস নিচচং বদ্ধাপচায়িনো,
চত্তারো ধম্মাবডঢন্তি আয়ু বন্নো সুখং বলং।" শ্লোক নং ১০৯।

৯। পাপবগ্‌গো :

পাপ ও পুণ্য মানবজীবনের উন্নতি অবনতির দুইটি ধারা : একটি মানুষকে জানায় উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের ইঙ্গিত, অপরটি তাহাকে নামাইয়া আনে চরম অবনতির পঙ্কিলাবর্তে। এই দ্বিমুখী জীবনে শাশ্বতকালের মানুষ রূপান্তরিত হয় স্ব স্ব কর্মের পরিণামে। তাঁহার জীবন উজ্জ্বল ও ভাস্বর হইয়া উঠে পুণ্যের সংস্পর্শে, আর অপরটির প্রভাবে হইয়া উঠে মসীলিপ্ত কালিমাময় বিভীষিকা-পূর্ণ ঘৃণিত জীবন। পাপবর্গের গাথাসমূহে ইহারই দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে।

কল্যাণকর্মের দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল হয়, পাপ দূরীভূত হয়। একাগ্রচিত্তে দান না করিলে চিত্ত পাপমুক্ত হয় না। পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি করা অনুচিত। ইহাতে ইচ্ছা প্রকাশ বিধেয় নহে। পাপসঞ্চয়ের ফল বিষময়। তাই ইহা সর্বতোভাবে পরিহার করা কর্তব্য। পুণ্য কর্ম পুনঃ পুনঃ করা শ্রেয়। ইহাতে পুণ্যকামী ব্যক্তির জীবন ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এইজন্য পুণ্যসঞ্চয় পরম সুখের। অপরিপক্ক পাপকে পাপী মঙ্গলরূপে দর্শন করে। পাপ পরিপক্ক হইলে পাপী তাহার বিষময় ফল দেখিতে পায়। তদ্রূপ পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যফল যতদিন পর্যন্ত লাভ না হয় ততদিন পর্যন্ত পুণ্যকার্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না। পাপ অল্প হইলেও ইহাকে অবহেলা করা উচিত নহে। কারণ ইহা পরিণামে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিন্দু বিন্দু জল যেমন পাত্র পূর্ণ করে সেইরূপ মূর্খব্যক্তির অজ্ঞতায় পাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পুণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞ ব্যক্তি অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া নিজকে পুণ্যময় করিয়া তোলেন।

পুণ্য সম্ভার সহ বণিকের বিপদসঙ্কুল পথ যেমন পরিত্যাজ্য তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তির কাম, রূপ এবং অরূপ ভবের তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্তব্য। পাপচেতনার অভাবে পাপকার্য করা যায় না। নিষ্পাপ অন্তরে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক পুরুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, প্রক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় পাপ সে অত্যাচারীকে আক্রমণ করে।

কর্মের গতি বিচিত্র। পাপ কর্মের প্রভাবে পাপী ব্যক্তি প্রেতলোকে, নরকে অথবা হীন যোনীতে উৎপন্ন হয়। অপর দিকে ধার্মিক ব্যক্তি দেব, ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হন। তৃষ্ণাবিমুক্ত অর্হৎ ব্যক্তি নির্বাণ সুখ উপভোগ করেন। পাপ

কর্মের ফল পরিহার করা অসম্ভব। ত্রিজগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া পাপী ব্যক্তি তাহার পাপকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।[১] জন্ম মৃত্যু দৈনন্দিন ব্যাপার। জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিতে পারিলেই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০। দণ্ডবগ্গো ঃ

অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ শাস্তির বিধান জগতে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। তথাপি অন্যায় করিবার প্রবণতা সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে বলা চলে না। অন্যায় প্রতিরোধ করিবার নিত্যনূতন যত নিয়মই প্রবর্তিত হউক না কেন মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত পাশব শক্তিকে যতদিন বশীভূত করিতে না পারিবে ততদিন সমাজদেহে এই অন্যায়ের নেশা চিরকাল জাগরূক থাকিবে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যতই নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা হউক না কেন মহাপুরুষগণ অন্যায়কারীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন নাই! একদিকে যেমন তাঁহারা বলিয়াছেন,

> "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
> তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

আবার অপরদিকে অন্যায়কারীর প্রতি সমবেদনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন,

> "দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা
> যদি কাঁদে ভাই
> সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

দণ্ডবর্গের প্রতিটি গাথায় এই একই কথার সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে প্রাণীমাত্রই দণ্ড বা শাস্তিকে ভয় করে। মৃত্যুর নামে সকলে শিহরিয়া উঠে। জীবন সকলেরই প্রিয়। নিজকে সবাই ভালবাসে।

---

১. "ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা।" শ্লোক নং ১২৭।

নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া কাহাকেও বধ বা হত্যা করা উচিত নহে। যে নিজে সুখ কামনা করে অথচ পরের সুখ হরণ করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারেনা। অপর সুখকাতর জীবের প্রতি দণ্ডপ্রদান অব্যাহত রাখিয়া স্বর্গীয় বা নির্বাণ সুখ কামনা করা বৃথা। কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করা উচিত নহে। কর্কশ বাক্যের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ। ক্রোধোদ্দীপক বাক্য দুঃখপ্রদ। ইহাতে প্রতিশোধস্পৃহা উত্তরোত্তর জাগ্রত হয়। যে ব্যক্তি নির্দোষীকে শাস্তি প্রদান করে তাহাকে নিম্নলিখিত দশটি অবস্থার অন্যতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়: (১) নিদারুণ বেদনা,[১] (২) ভীষণ ক্ষতি,[২] (৩) অঙ্গহানি, (৪) কঠিন ব্যাধি, (৫) চিত্তবিকৃতি, (৬) রাজদণ্ড, (৭) দারুণ অপবাদ,[৩] (৮) জ্ঞাতিবিয়োগ, (৯) সম্পদহানি এবং (১০) পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ।[৪] এইগুলি ছাড়া অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর তীব্র নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। এইজন্য জ্ঞানীব্যক্তিগণ বহু বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন এবং শ্রদ্ধা, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বানুশীলনে রত হইয়া অনল্প পরিহার করিয়া নির্বাণলাভে সচেষ্ট হন।

১১। জরাবগ্‌গো ঃ

ধম্মপদের অধিকাংশ বর্গের নামের সহিত অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকিলেও জরাবর্গের অসংবদ্ধ ভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয়। জরাবর্গের প্রধান বিষয়বস্তু মানবজীবনের নশ্বরতা। কিন্তু এই বর্গের ৮ ও ৯ নম্বর গাথার বিষয়বস্তু

---

১. শূলরোগ, শিরঃপীড়া, দুরারোগ্য হৃদরোগ প্রভৃতি তীব্র যন্ত্রণা দায়ক ব্যাধি।

২. শ্রমলব্ধ সম্পত্তির অপচয় প্রভৃতি আরও বহু প্রকার ক্ষতি।

৩. নিজকে অজ্ঞাত অভূতপূর্ব, অকৃতপূর্ব এমন কি অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে লিপ্ত করিয়া দুরপনেয় কলঙ্কের ভাগী হওয়া।

৪. "যো দণ্ডেন দণ্ডেসু অপ্‌দুট্‌ঠেসু দুসসতি,
দসন্নং অঞ্‌ঞতরং ঠানং খিপ্পমেবনিগচ্ছতি।
বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্‌স চ ভেদনং,
গরুকং বাপি আবাধং চিত্তক্খেপং'ব পাপুণে।
রাজতো বা উপসগ্‌গং অব্‌ভক্খানং ব দারুণং,
পরিক্খযং ব ঞাতীনং ভোগানং পভঙ্গুরং।
অথব'স্‌স অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো,
কায়স্‌স ভেদা দুপ্পঞ্‌ঞো নিরযং সোপপজ্জতি।" শ্লোক নং ১৩৭-১৪০

শুধু অসংবদ্ধ নয় ইহা অপ্রাসঙ্গিকও বটে। ইহার অনুরূপ শ্লোক খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত 'উদান' নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।[১] এই শ্লোকটি ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রশস্তিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি মার বা গৃহকারককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বহু জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া এবার তিনি গৃহকারকের সন্ধান পাইয়াছেন। জন্মমৃত্যু রহস্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।[২] যাহর রহস্য উদঘাটন করিতে যাইয়া জন্ম জন্মান্তরে তিনি জরা, ব্যাধি' মৃত্যুর আঘাতে পৃষ্ট হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা এখন তাঁহার পরিজ্ঞাত। গৃহরচনার সমস্ত উপকরণ ভঙ্গ। সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত। তিনি সংস্কারমুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। সে আর তাঁহার মধ্যে গৃহরচনা করিতে পারিবে না।

জরাবর্গের মূল বক্তব্য বিষয় জরাজীর্ণ মানব দেহের নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জীবজগৎ যেখানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা নিত্য প্রজ্জ্বলিত হইতেছে সেখানে আমোদ আহ্লাদ অর্থহীন। আলোকের সন্ধান না করিয়া অবিদ্যান্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। ক্ষণভঙ্গুর, বাসনাবহুল রোগাতুর এই দেহ। ইহার মধ্যে নিত্যত্ব ও স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই। এই দেহ বহুরোগের আবাসভূমি এবং বহুপ্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা হইতে বহুপ্রকার অশুচি বস্তু ক্ষরিত হয়। মরণেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেলে শরৎকালে নিক্ষিপ্ত অলাবুতুল্য ইহার কপোতবর্ণ অস্থিকঙ্কালগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে। এইরূপ নিঃসার দেহের প্রতি কিসেরই বা আকর্ষণ, কিসেরই বা অনুরাগ।

---

১. "অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্‌তো দুক্‌খাজাতি পুনপ্‌পুনং।
গহকারক, দিট্‌ঠো'সি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণহানং খযমজ্‌ঝগা।" শ্লোক নং ১৫৩-১৫৪.

২. "সদ্ধায সীলেন চ বিরিয়েন চ
সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছযেন চ;
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্‌সতা
পহস্‌সথ দুকখমিদং অনপ্‌পকং।" শ্লোক নং ১৪৪.

মূলতঃ এই দেহ একটি নগরসদৃশ। অস্থিকঙ্কাল দ্বারা ইহা নির্মিত; রক্ত, মাংস দ্বারা ইহা প্রলিপ্ত; জরা, মৃত্যু, মান, কপটতা ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। রাজার চিত্রিত রথের মত ইহা জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহার পরিণাম উপলব্দি করিতে পারেনা। বলিবর্দের ন্যায় অল্পবিজ্ঞ ব্যক্তির মাংস বৃদ্ধিপায়, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তি যথা-সময়ে ব্রহ্মচর্য এবং যৌবনে ধনোপার্জণ না করে তাহাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া পরিত্যক্ত জীর্ণ ধনুকের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়। সেই নির্বোধ ব্যক্তির আর কোনরূপ কাজ করার সময় থাকে না।

১২। অত্তবগ্‌গো ঃ

নিজকে প্রিয় মনে করা বা ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নিজকে কি করিয়া উত্তমরূপে ভালবাসা যায় উহারই প্রকৃষ্ট নির্দেশ এই বর্গে বিধৃত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, যে নিজকে প্রিয় মনে করে তাহার নিজকে সুন্দররূপে সুরক্ষিত করা উচিত। যিনি দানশীল ভাবনায় রত থাকেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত। পণ্ডিত ব্যক্তি সতর্ক হইয়া ত্রিযামের এক যাম সমথ ও বিদর্শন ভাবনায় অতিবাহিত করেন। মানুষের প্রথমে নিজকে মঙ্গল কর্মে নিয়োজিত করা উচিত। পরকে সংযত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজে তদনুরূপ আচরণ করা সত্যিই কঠিন। নিজে সংযত হইয়া পরকে উপদেশ দিলে পণ্ডিত ব্যক্তি ক্লেশ পায় না। আপনাকে প্রথমে দমন করিতে পারিলে পরকে দমন করা কঠিন নহে। নিজেই নিজের নাথ, অন্য নাথ আবার কে? আত্মদমন করিতে পারিলে দুর্লভ বস্তু বা নির্বাণলাভ করা যায়। পাষাণোদ্ভূত হীরক খণ্ড মণিকে চূর্ণ করার ন্যায় স্বকৃত দুষ্কর্মই মূর্খ ব্যক্তির সর্বনাশ আনয়ন করে। মালুব লতা যেমন শালবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া শালবৃক্ষের ক্ষতি সাধন করে সেইরূপ অত্যন্ত দুঃশীলতা যাহার জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে তাহার সর্বনাশ সাধন করে। নিজের অহিতকর ও অকল্যাণকর কর্ম করা সহজ; কিন্তু যাহা হিতকর ও নির্বাণপ্রদ তাহা সম্পাদন করা সত্যিই দুষ্কর।[১] যে অসাধু ব্যক্তি

১. "সুকরানি অসাধুনি অত্তনো অহিতানি চ
যংবে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তংবে পরম দুক্করং।" শ্লোক নং। ১৬৩

পাপদৃষ্টির বশবর্তী হইয়া সৎপুরুষগণের (অহ´তের) ধর্মোপদেশের প্রতি আক্রোশ ভাব পোষণ করে বাঁশের ফলোদ্‌গমের ন্যায় তাহার কৃতকর্ম তাহাকে ধ্বংস করে। নিজের কৃত পাপের দ্বারা নিজেই ক্লিষ্ট হয়। নিজে পুণ্যকার্য না করিলে কেহ তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না ; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের কৃতকর্মেরই ফল।

পরহিতব্রতী হইয়া নিজের সাধন ভজন ও শীলানুশীলন ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ শীলবিশুদ্ধি ব্যতীত মার্গফল লাভ করা অসম্ভব। মার্গফল লাভ না করিলে দুঃখমুক্তি সুদূরপরাহত। এইজন্য বীর্যসহকারে শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজের শীলবিশুদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞা ভাবনায় রত থাকিতে পারিলে নির্বাণলাভ সম্ভব হইবে। এই কারণেই পরনিন্দা, পরচর্চা ও পরার্থপরতার অপেক্ষাও আত্মানুশীলন ও আত্মশুদ্ধি বহুগুণে শ্রেয়।

১৩। লোকবগ্‌গো ঃ

এখানে হীনধর্মের সেবা ও প্রমাদের বশবর্তী হওয়াকে দুঃখের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অত্যধিক কামচর্যা সর্বথা পরিত্যাজ্য। অত্যধিক কামে মত্ত হইয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ আচরণের দ্বারা শরীর ও মনের উপর আপনার কর্তৃত্ব চলিয়া যায়। ইহাতে স্মৃতিভ্রষ্টতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত দৃষ্টির বশবর্তী হইয়া মানুষ উত্তরোত্তর প্রমাদপরায়ণ হয়। ইহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও হীনাচরণ ত্যাগ করিয়া মুক্তির আলোকে স্নাত হওয়াই পণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য। "জাগ্রত হও। প্রমত্ত হইও না। কল্যাণধর্ম আচরণ কর। ধার্মিক ব্যক্তি ইহপরলোকে সুখে বাস করেন। সদ্ধর্ম আচরণ করা উচিত। পাপধর্ম আচরণ করা উচিত নহে। মঙ্গলধর্ম আচরণকারী ইহপরলোকে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন।"[১] এই জগৎ দলবুদ্বুদ ও মায়ামরীচিকা সদৃশ ; ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প। ইহাতে নিমজ্জিত থাকা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নহে।

১, উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধচম্মারী সুখংসেতি অস্মিং লোকে পরমহি চ।" শ্লোক নং ১৬৯।
ধম্মংচরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।" ঐ ১৬৯।

চিত্রিত রাজরথের ন্যায় দেহজগতের প্রতি জ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয়। মোহান্ধ ব্যক্তি দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হয় এবং প্রমোদ বিহার ত্যাগ করতঃ জ্ঞানসাধনায় মনোনিবেশ করিয়া মার্গ ফল লাভ করিবার জন্য তৎপর হন। তিনি সর্বপ্রকার পাপকর্মকে পুণ্য-কর্মের দ্বারা আবৃত করেন এবং জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্ভাবন করিয়া সমস্ত জগৎকে গুণালোকে আলোকিত করেন। জগতের অধিকাংশ লোক প্রজ্ঞার অভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই অনিত্য, দুঃখ, ও অনাত্ম লক্ষণযুক্ত সদ্ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ দুর্গতি-গামী হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন। ঋদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অলৌকিক শক্তির দ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সসৈন্য মারকে পরাস্ত করিয়া সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। যাহার সত্য ধর্ম ও পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহার অকরণীয় পাপ জগতে কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দানের প্রশংসা করে না তাহার পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি দানকার্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া ইহপরলোকে মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।[১] পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপত্য, স্বর্গগমন অথবা ত্রিভুবনের অধিশ্বরত্ব অপেক্ষা শ্রোতাপত্তি ফল শ্রেয়।[২]

১৪। বুদ্ধবগ্‌গো ঃ

এই বর্গের অন্তর্গত প্রতিটি শ্লোক মানুষের জীবনকে সম্যক পথে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রচিত। মোহান্ধ বিভ্রান্ত মানুষকে আলোর দিশা এখানে দেখান হইয়াছে। যুগে যুগে বুদ্ধগণ স্বীয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে মানুষকে মিথ্যা প্রলোভনের হাত হইতে উদ্ধার কল্পে যে অনুশাসন দান করিয়াছেন আলোচ্য অংশে উহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

১. "ন বে কদরিয়া দেব লোকং বজন্তি,
বালা হবে নপপসংসনতি দানং ;
ধীরো চ দানং অনুমোদ মানো,
তেনে'ব সো হোতি সুখী পরত্থ।" শ্লোক নং ১৭৭।

২ "পথব্যা একরজ্জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা,
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।" শ্লোক নং ১৭৮

নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত বুদ্ধের রাগ দ্বেষ মোহ সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হইয়াছে। কোন প্রলোভনের দ্বারা সেইগুলি আবার উৎপন্ন হইবার নহে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বতৃষ্ণা বিমুক্ত। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অসীম ও অনন্ত। কোন প্রকার কামনা-বাসনা তাহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। সেই অনন্ত গোচর পথহীন নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে কে প্রলোভিত করিতে পারে? বুদ্ধ সকল অবস্থাতে ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে[১] সমথ ও বিদর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি ধীর, প্রশান্ত, প্রবুদ্ধ ও স্মৃতিমান। তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা মনের সর্বপ্রকার কলুষরাশি বিদূরিত করিয়া নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া বিহার করেন। সেইরূপ মহাপুরুষের পন্থা যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহারা দেবগণের প্রিয় হন।

মানবজীবন লাভ করা দুর্লভ। বুদ্ধের উৎপত্তি জগতে দুর্লভ। সর্ব প্রকার পাপ অকরণীয়, সর্বপ্রকার পুণ্য করণীয়। চিত্তে পবিত্র ভাব আনয়ন করা পণ্ডিতের লক্ষণ। এইগুলি বুদ্ধের উপদেশ। ক্ষান্তি ও ধৈর্য্য (তিতিক্ষা) উত্তম তপস্যা; বুদ্ধগণ বলেন, নির্বাণই শ্রেষ্ঠ। প্রব্রজিত ব্যক্তি অপরকে আঘাত করেন না, শ্রমণ কখনও পরনিপীড়ক হন না। উপবাদ ও উপঘাত হীনতা, শীলাচরণ, মিতাহার, নির্জনবাস, ও অধিচিত্তে উদ্যম বুদ্ধগণের অনুশাসন।[২]

কামনার শেষ নাই। অফুরন্ত ধনপ্রাপ্তিতে ইহা তৃপ্ত হয় না। কাম-সম্ভোগ দুঃখদায়ক। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বর্গীয় ভোগসম্পদেও স্পৃহা প্রকাশ করেন না। তিনি সর্বপ্রকার ভোগের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া নির্বাণ সাধনায় তৎপর হন। ভয়ার্ত মানব পর্বত, বন, আরাম, চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে। এইগুলি মানবের শ্রেষ্ঠ শরণ নহে। এই গুলির শরণে মানুষ দুঃখমুক্ত হইতে পারে না। বুদ্ধ ধর্ম সংঘই মানুষের উত্তম শরণ। চতুর আর্য সত্য[১] সমূহ সম্যক জ্ঞানে নিরীক্ষণ করা, এবং আর্য

১. অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম।

২. "কিচ্ছো মনুসস পটিলাভো কিচ্ছং মচ্চানং জীবিতং
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।
সব্বপাপসস অকরণং কুসলসস উপসম্পদা
সচিত্তপরিওদাপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে নিজের জীবনগঠন করা দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব দুর্লভ, তিনি সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে বা কুলে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থান ও সেই কুল সমৃদ্ধ হয়। জগতে বুদ্ধের উৎপত্তি সুখদায়ক, বুদ্ধের ধর্মদেশনা হিতকর; সংঘের সংসর্গ কল্যাণপ্রদ। এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাস করা এবং সামগ্রিক ভাবে শাসনের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা উত্তম। শোক-সন্তাপোত্তীর্ণ, নিষ্প্রপঞ্চ, অকুতোভয়, পূজার্হ ব্যক্তিকে যিনি পূজা করেন তাঁহার পুণ্য অপরিমেয়।

১৫। সুখবগ্গো:

পণ্ডিত ব্যক্তি সকল স্থানে সুখে বাস করেন। তিনি কখনও লোকধর্মের[২] দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি বৈরীদের মধ্যে অবৈরী, তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে তৃষ্ণাবিহীন, উদ্বিগ্নদের মধ্যে অনুদ্বিগ্ন, উৎসুকদের মধ্যে নির্বিকার এবং অপ্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিকূল হইয়া বিহার করেন। এইরূপ ব্যক্তি লোক সমাজে বাস করিয়াও অবিচল ও বিতৃষ্ণ হইয়া বাস করেন। বুদ্ধগণ সর্বাবস্থাতে নিরুদ্বিগ্ন ও সুখী হন। জ্ঞানীগণ আভস্বর দেবতাদের মত প্রীতিভোজী হইয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা জাগতিক ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যধিক অভিভূত হন না। জয়-পরাজয় কোনটা পণ্ডিতদের কাম্য নহে। কারণ জয়ের দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, পরাজিতের মনে সর্বদা প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়। সেইজন্য অর্হৎগণ জয়পরাজয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থান এবং তৃষ্ণাবিহীন হইয়া শান্তিতে বাস করেন। রাগের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান পাপ নাই, পঞ্চস্কন্ধের সমান

খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা
নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী
সমণো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো।
অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো,
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তং চ সয়নাসনং
অধিচিত্তে চ আযোগো এতং বুদ্ধান সাসনং।" শ্লোক নং ১৮২-১৮৫।

১. চতুর আর্য সত্য নিম্নরূপ ঃ দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়।

২, লোকধর্ম আটপ্রকার। যথা,—লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, এবং দুঃখ।

দুঃখ নাই এবং নির্বাণের সমান সুখ নাই।[১] ক্ষুধা পরম ব্যাধি, ইহা দুরারোগ্য, আজীবন মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত। পঞ্চস্কন্ধ[২] সমন্বিত দেহধারণ অতিশয় দুঃখদায়ক। ইহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নির্বাণলাভের জন্য তৎপর হন। "আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরমজ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।"[৩] সৎপুরুষগণের দর্শন হিতকর, নির্বোধের অদর্শন মঙ্গলপ্রদ, কারণ মূর্খের সংসর্গে অকুশল উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতের সংসর্গে বহু পুণ্য সম্পাদিত হয়। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য নিত্যদুঃখদায়ক বিপদজনক। সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য সর্বদা সুখদায়ক ও মধুময়। এইসব কারণ চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অর্হৎ নির্দেশিত পথে বিচরণ করিয়া নির্বাণের পথ সুগম করেন।

১৬। পিযবগ্গো ঃ

প্রিয় ও অপ্রিয়ের সংসর্গ দুইই পরমার্থলাভের পক্ষে অহিতকর। কারণ প্রিয়ের অদর্শন এবং অপ্রিয়ের দর্শন দুঃখকর। প্রিয়দর্শনে প্রিয়ের প্রতি মমত্ব বোধ জাগ্রত হয়, সংসর্গের সম্ভাবনাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহাদের প্রিয় বস্তুর প্রতি মমত্ব নাই তাহাদের ভয় কিম্বা শোক বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রেম হইতে শোক উৎপন্ন হয়; প্রেম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যাঁহাদের প্রেমভাব উৎপন্ন হয় না তাঁহাদের শোক কিম্বা ভয়ের কোন কারণ নাই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের কারণে মানুষের রতিভাব জাগ্রত হয়। এই রতি হইতে শোক ও ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। যাহাদের রতি নাই তাহাদের শোক নাই। কামনা বা বিষয়াসক্তি হইতে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। যাহাদের কামনা-বাসনা নাই তাহাদের কোন ভয় কিম্বা উদ্বেগ নাই। তৃষ্ণা হইতে ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। যাহার তৃষ্ণা নাই তাহার ভয় ও শোক নাই। শীলবান, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র।

---

১. "নত্থিরাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোসসমো কলি,
নতথি খন্ধসমা দুক্‌খা নত্থি সন্তি পরং সুখং।" শ্লোক নং ২০২

২. পঞ্চকখন্দ নিম্নরূপ ঃ রূপ, বেদনা, সঞ্ঞা, সঙ্খারা এবং বিঞ্ঞান।

৩. আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুটঠি পরমং ধনং
বিসসাসং পরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং।" শ্লোক নং ২০৪

হন।[১] মার্গফললাভী সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, শীলবান, ধর্মস্থ, সত্যবাদী, কর্তব্য পরায়ণ আত্মকর্তব্য সম্পাদনে তৎপর সজ্জনকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার জনের ন্যায় প্রিয় মনে করেন। গৃহপ্রত্যাগত দীর্ঘপ্রবাসীকে যেমন তাহার জ্ঞাতিবর্গ আগু বাড়াইয়া অভিনন্দিত করেন সেইরূপ পরলোকগত ধার্মিক ব্যক্তিকে তাঁহার কৃত পুণ্য বরণ করিয়া লয়।

১৭। কোধবগ্গো ঃ

মানবের রিপুসমূহের মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। এই ক্রোধকে জয় করিতে না পারিলে জগতে উন্নতির আশা বৃথা। একমাত্র ক্রোধ হেতু মানবজীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা একমুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। ক্রোধ অন্তরে জাগ্রত হইলে শুধু পরের অনিষ্ট সাধন করেনা, ইহা অনেক সময় নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। এই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি ক্রোধ ও মানকে সর্বদা পরিহার করিয়া চলেন।

ক্রোধ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দশবিধ সংযোজনকেও[২] নির্মূল করিতে হয়। কারণ এই দশবিধ সংযোজনই সর্বপ্রকার সংসারবন্ধনের হেতু। এই বন্ধন ত্যাগ করিতে না পারিলে দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। যিনি উৎপন্ন ক্রোধকে ভ্রান্ত রথের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত করেন তাঁহাকে প্রকৃত সারথি বলে। অপর সকল ব্যক্তি বল্গাধারী মাত্র, সারথি নামের যোগ্য নহে। ক্রোধে বশীভূত উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি সংযমী হইতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে, দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্যভাষণের দ্বারা মিথ্যা বাদীকে পরাভূত করেন।[৩] যিনি সর্বদা সত্যভাষণ করেন, প্রার্থীকে অল্পমাত্র

---

১. "ছন্দজাতো অনাক্খাতে মনসা চ ফুটো সিযা,
কামেসু অপ্পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধং সোতো'তি বুচ্চতি।" শ্লোক নং ২১৮।

২: সংযোজন দশপ্রকার। যথা,—কাম, রূপ, অরূপ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, সন্দেহ, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা।

৩. 'অক্কোধেন জিনে কোধাং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।' শ্লোক নং ২২৩

হইলেও প্রদান করেন এবং ক্রোধ ত্যাগ করিয়া চলেন তিনিই দেবত্বলাভের যোগ্য। সেই পণ্ডিত, উৎসাহী, কামে অপ্রতিবদ্ধচিত্ত ব্যক্তি 'ঊর্দ্ধস্রোত' বলিয়া অভিহিত হন যিনি অহিংসক, নিত্য সংযমী, এবং মৈত্রীভাবাপন্ন তিনি এমন স্থান প্রাপ্ত হন যেখানে কোন প্রকার শোক নাই।

যিনি সর্বদা জাগ্রত, অহোরাত্র শিক্ষায় নিরত, শীলবান ও ধ্যানপরায়ণ, তিনি সব দুঃখের অন্তসাধন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। লোকে অল্পভাষণ-কারীকে নিন্দা করে, বহুভাষণকারীকেও নিন্দা করে, মৌনভাব ধারণকারীকেও নিন্দা করে; অনিন্দিত ব্যক্তি জগতে বিরল। একান্ত নিন্দিত ও একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি জগতে নাই। নির্দোষ, মেধাবী, ও ক্রোধহীন ব্যক্তিকে দেব ব্রহ্মগণও প্রশংসা করেন। লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞাভাবনায় নিরত অনাসক্ত, অক্রোধী ধার্মিক পুরুষকে জম্বুনদীতে উৎপন্ন স্বর্ণের ন্যায় কে নিন্দা করিতে পারে? পণ্ডিত ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া বহু প্রকার সুকর্ম সম্পাদন করিয়া দেব, ব্রহ্মগণের প্রশংসাভাজন হন।

১৮। মলবগ্‌গো ঃ

'মল' অর্থ 'ময়লা', 'আবর্জনা' অথবা 'অপবিত্রতা'। 'মল' অপবিত্রতারই নামান্তর। চিত্তের মালীন্য বিধৌত করিতে না পারিলে পবিত্রতালাভ অসম্ভব। চিত্তে পবিত্রভাব আনয়ন করিতে না পারিলে ধ্যানলাভ করা যায় না। ধ্যানলাভ করিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। জরাজীর্ণ মানবদেহ বহুপ্রকার মলে পরিপূর্ণ। মলপরিপূর্ণ দেহের প্রতি মমত্ব কমাইতে না পারিলে প্রজ্ঞাভাবনায় সফলতালাভ সম্ভব নহে।

মানবদেহ জীর্ণপত্রতুল্য, মৃত্যুদূত নিকটে দণ্ডায়মান, যাত্রাপথের সম্বল এখনও জোগাড় হয় নাই। বয়স পরিণত হইয়া আসিয়াছে। যাত্রার সময় উপস্থিত। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া পাপমল বিধ্বংস করতঃ নিজের জন্য ধর্মরূপ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিবার জন্য তৎপর হন।

স্বর্ণকার যেমন রজত হইতে ক্রমে ক্রমে মল দূরীভূত করে, তেমনি তিনি স্বীয় মলীনতা বিদূরীত করেন। লৌহজাত মল যেমন লৌহকে ভক্ষণ করে

তদ্রূপ অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে নিজের কৃত দুষ্কর্মই দুর্গতিতে লইয়া যায়। "অনাবৃত্তি মন্ত্রের মল, অনুদ্যম গৃহবাসের মল, অলসতা সৌন্দর্যের মল এবং অসাবধানতা রক্ষকের মল।"[১] অসতীত্ব নারীর কলঙ্ক, কৃপণতা দাতার কলঙ্ক, পাপাচরণ ইহপরলোকে উন্নতির পরিপন্থী এবং অবিদ্যা মানবের মুক্তিলাভের গুরুতর অন্তরায়। অতএব এই মলসমূহ দূরীভূত করাই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

নির্লজ্জ, দুঃশীল, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, অপকারী ও প্রগল্‌ভ ব্যক্তির জীবনযাত্রা সহজ। হ্রীসম্পন্ন, শুদ্ধজীবী, পবিত্রাত্মা, অপ্রগল্‌ভ জ্ঞানী ব্যক্তির জীবিকার্জন কষ্টকর। কারণ তিনি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপানাসক্তি প্রভৃতি অধর্মকার্য পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি দুর্লভ বস্তুর প্রতি লোভ উৎপাদন করিয়া চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্যভাব আনয়ন করেন না। যথালব্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। রাগের তুল্য অগ্নি নাই, দ্বেষের তুল্য গ্রহ কোথায়? মোহের সমান জাল নাই এবং তৃষ্ণার সমান নদী নাই। পরের দোষ দর্শন করা সহজ, নিজের দোষ উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন।

শঠ ব্যক্তি অপরের সামান্য দোষত্রুটি দেখিলে তাহা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ অন্বেষণ করিবার সাহস তাহার নাই। যে পরনিন্দা পরচর্চায় সময়ক্ষেপণ করে তাহার আস্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আকাশের যেমন আকৃতি নাই, বুদ্ধশাসনের বাহিরেও শ্রমণ নাই। প্রাণীগণ সংসার মায়ায় আবদ্ধ, জগৎ অশাশ্বত এবং বুদ্ধগণ অচঞ্চল।[২]

১৯। ধম্মট্‌ঠবগ্‌গো

জগতে ধার্মিক হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বিচারাসনে বসিয়া যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার নিষ্পন্ন করে এবং অধিকারীকে সত্ত্বচ্যুত করে

১, অসজ্‌ঝায মলা মন্তা অট্‌ঠান মলা ঘরা,
মলং বণ্ণস স কোসজ্জং পমাদো রক্‌খতে মলং।" শ্লোক নং ২৪১

১. 'আকাসে বা পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা।
আকাসে বা পদংনত্থি সমণো নত্থি বাহিরে
সঙ্খারা সসসতা নত্থি নত্থি বুদ্ধানমিঞ্জিতং॥ শ্লোক নং ২৫৪—২৫৫।

সে বিচারকের আসনে বসিলেও বিচারক হইবার যোগ্য নহে। যিনি পক্ষপাতিত্ব-বিহীন> রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। বহুভাষণ করিলে কেহ পণ্ডিত হয় না। যিনি ক্ষমাশীল, শান্ত ও ভয়শূন্য তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হন। মস্তকের কেশ পক্ক হইলে কেহ প্রাচীন বা স্থবির হয় না, যিনি সত্যবাদী, ধার্মিক, সংযম ও দম অভ্যাস করেন সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি বাক্‌পটু ও রূপবান হইয়া পরসম্পত্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কৃপণ ও প্রবঞ্চক সে কখনও সজ্জন হইতে পারেনা। যিনি উপরোক্ত দোষসমূহ বর্জন করিয়া অর্হৎ মার্গে বিচরণ করেন এবং স্বীয় লাভ সৎকারে সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। ব্রতহীন, অসদিচ্ছাপরায়ণ, লোভী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মস্তকমুণ্ডন করিলেও শ্রমণ নামের যোগ্য নহে। যিনি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করিয়া চলেন তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে কেহ ভিক্ষু হয় না, যিনি পাপপুণ্য উভয়ই বর্জন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু বলিয়া পরিচিত হন। মূর্খ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া মুনি হইতে পারেনা, যিনি সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করেন তিনিই মুনি নামে অভিহিত হন। যে প্রাণীহত্যা করে সে কখনও আর্য হয় না। ধর্মপরায়ণ, মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিই আর্য বলিয়া কথিত হন। শীলবান, বহুশ্রুত, সমাধিপরায়ণ ভিক্ষুর অর্হত্ব লাভ না করা অবধি সাধনমার্গ ত্যাগ করা উচিত নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাক্ষয় না হয় সে পর্যন্ত দুঃখমুক্তি অসম্ভব।

২০। মগ্‌গ বগ্‌গো ঃ

তথাগত বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভবসংসার হইতে মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ। ইহার চেয়ে উত্তম পথের নির্দেশ আর কেহ দিতে পারে না। দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়ই সত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘাত-প্রতিঘাত-বহির্ভূত অসংস্কৃত ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ। ইহা জন্মমৃত্যুর অতীত, পরম শান্তিকর ও আনন্দময়। দেব, প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীসমূহের মধ্যে ভগবান তথাগত বুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষের রাগ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত করিয়া দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ করে। মার বিজয়ী বুদ্ধ এই মার্গ অনুসরণ করিয়া সর্বদুঃখের মূলোচ্ছেদ করতঃ স্বয়ং

অবিজ্ঞতা দ্বারা অন্তরে রাগশল্য সমূলে উৎপাটিত করেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লব্ধ ধর্ম মানবের মধ্যে প্রকাশ করেন। তিনি বহুজনের মঙ্গলের জন্য এবং দুঃখমুক্তির জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি একজন বড় উপদেষ্টা। তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলে ভবসংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সংসার অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম। যিনি দুঃখপূর্ণ এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতি নির্লিপ্ত থাকেন, তিনি নির্বাণমার্গ জ্ঞাত হন। যে ব্যক্তি যথাসময়ে উদ্যম করেন না তরুণ ও সবল হইয়াও আলস্যপরায়ণ হন, সংকল্প ও চিন্তায় যিনি অবসাদগ্রস্থ তিনি প্রজ্ঞামার্গ উপলব্ধি করিতে পারেন না।[১] যাহার বাক্য সংযত, কায়ের দ্বারা কোন প্রকার অকুশল কর্ম করেন না এবং মন যাহার নিশ্চল; এই ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখিলেই ঋষি প্রবর্তিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনা সার্থক হয়। ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, ধ্যানের অভাবে জ্ঞানের ক্ষয় হয়; মানুষের উন্নতি অবনতির এই দুইটি পথ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভে আত্মনিয়োগ করাই শ্রেয়।[২]

আসক্তির মূলোচ্ছেদ করা দরকার। যতদিন স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের আসক্তি অনুমাত্রও বর্তমান থাকে ততদিন স্তন্যপায়ী পশুর মত সে স্ত্রীলোকের পানে ধাবিত হয়। অতএব শারদীয় কুমুদ ছেদনের ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ছেদন করিয়া আর্য মার্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অযথা সময় নষ্ট করে। মহাপ্লাবনের সম্মুখে সুপ্ত গ্রামের ন্যায় সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কাল গ্রাস করে। পিতা, পুত্র, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কেহই আসক্তিপরায়ণ দুর্বলচেতা ব্যক্তিকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। মৃতশয্যায় শায়িত ব্যক্তি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও অসহায়।

১. "উট্ঠানকালম্‌হি অনুট্ঠহানো'
যুবা বলিং আলসিযং উপেতো;
সংসন্নসংকপপ মনো কুসীতো,
পঞ্‌ঞায মগগং অলসো ন বিন্দতি।' শ্লোক নং ২৮০

২. 'যোগা বে জাযতী ভূরি অযোগা ভূরিসঙ্খযো,
এতং দ্বেধাপথং ঞাত্বা ভবায বিভবায চ;
তথত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্‌ঢতি। শ্লোক নং ২৮২

পণ্ডিত ও শীলবান ব্যক্তি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় তৎপর হন।

২১। পকিণ্ণকবগ্‌গো ঃ

এই 'পকিণ্ণক' শব্দের অর্থ 'বিবিধ'। এই বর্গটি পুস্তকের মধ্যস্থলে না দিয়া সর্বশেষে দিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। ইহাছাড়া এই বর্গের শ্লোকগুলিতে বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি দৃষ্টি হয়। একেকটি গাথা একেকটি ভাবের দ্যোতক। ইহার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের আশায় স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখ ও নৈর্বাণিক আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য ইচ্ছুক, সে ব্যক্তি উপোসথ শীল গ্রহণ করিয়া বিকাল ভোজন[১] পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারেনা। কারণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিত্য তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যাহারা কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও প্রমত্ত হয়, তাহাদের কামাস্রব সমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা কায়গতানুস্মৃতিতে রত থাকেন এবং কর্তব্যকর্মে রত থাকিয়া সর্বদা জাগ্রত ও স্মৃতিমান হন তাঁহাদের আস্রবসমূহ দৈনন্দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি মাতাপিতাকে[২] ও ক্ষত্রিয় রাজদ্বয়কে[৩]

---

১. **পাতিমোকখ** পাচিত্তিযা নং ৮ ; **সুমঙ্গল বিলাসিনী**, পৃ. ১৪৬.
উপোসসথ গ্রহণ কারী ব্যক্তি বিকালে ভোজন করিতে পারেনা। বৌদ্ধমতে সূর্যোদয় হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপোসথ গ্রহণ কারীরা ভোজন করিতে পারেন। ইহার পর তাহাদের কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা কয়েক প্রকার পানীয় (কাগজী লেবুর রস প্রভৃতি) গ্রহণ কারিতে পারেন।

২. মাতা=তৃষ্ণা, পিতা=মান। তৃষ্ণাকে মাতা বলা হইয়াছে। তাহার কারণ জগতে প্রাণীদের পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করাইবার জন্য তৃষ্ণাই দায়ী। 'আমি অমুক রাজার পুত্র' ইত্যাদি মান করতঃ মানুষ বহুপ্রকায় অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। এইজন্য মানকে পিতা আখ্যা দেওয়া হয়।

৩. '**ক্ষত্রিয় রাজ**' বলিতে শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিকে বুঝায়। এই দুইপ্রকার দৃষ্টির বশীভূত হইয়া মানুষ সংসার জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে

হত্যা করিয়া সানুচর রাষ্ট্রের[১] বিনাশ সাধন করিয়া পাপশূন্য হন। রাগদ্বেষ পরায়ণ অসাধু ব্যক্তি ভগবানের সন্নিকটে থাকিলেও রাত্রিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অদৃশ্য থাকে কিন্তু শীলবান ও সংযমী ভিক্ষু হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে অবস্থান করিলেও জনসমাজে তাহার গুণপনার কথা রাষ্ট্র হয়। যিনি ত্রিরত্ন ভাবনায় রত থাকেন এবং অহিংসক তিনি সর্বদা জাগ্রত হইয়া অবস্থান করেন। বৈরাগ্য-জীবনে তৃপ্তিলাভ করা সহজ ব্যাপার নহে, সংসারজীবন বন্ধন বহুল, অসৎ সংসর্গ কষ্টদায়ক, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখময়। সেইজন্য পুনর্জন্ম বন্ধ করিবার জন্য সংযম অভ্যাস করা উত্তম।[২] বিত্তবান ব্যক্তি শীল ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে যেখানে গমন করে সেখানেই পূজা সম্মান লাভ করে। সৎপুরুষগণ বহু দূরে অবস্থান করিলেও তাহাদের গুণপনা পণ্ডিত সমাজে বিস্তারলাভ করে। নিরলস সাধক ভিক্ষু একাকী বনভূমিতে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া মুক্তির আস্বাদ অনুভব করে। অসাধু ব্যক্তি সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াও সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

২২। নিরবগগো :

মিথ্যাবাদী ও পরনিন্দুক উভয় ব্যক্তিই নিরয়গামী হয়। যাহার পাপের মাত্রা অল্প সে অল্পকাল, এবং যাহার পাপের মাত্রা অধিক সে দীর্ঘকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। যে অসাধু ব্যক্তি কাষায় বসন ধারণ করিয়াও অসংযমী হয় সে ব্যক্তি নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগ করে। দুঃশীল ও অসংযমী শ্রমণের রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করার চেয়ে অগ্নিশিখাতুল্য তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করাই শ্রেয়। পরদারসেবী দুঃশীল ব্যক্তি চারিপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। যথা : (১) মহা অপুন্য সঞ্চয়. (২) শান্তিহীন শয়ন (৩) নিন্দাভাজন, এবং (৪) মৃত্যুর পর নরকে গমন। পরদ্বার সেবী ব্যক্তি স্বল্পস্থায়ী শারীরিক তৃপ্তির জন্য

---

১. 'সানুচর রাষ্ট্র' বলিতে দ্বাদশ আয়তন বুঝায়। দ্বাদশ আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য তৃষ্ণার অনুচর রূপে অবিহিত হয়। পথে আক্রান্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রহ্মা। অর্থাৎ অর্হৎ জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা পঞ্চ নীবরণকে নিঃশেষে হত্যা করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন।

২. "দুপ্পব্বজজ দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্খো' সমান সংবাসো দুক্খানুপতিদ্ধগু,
তস্মান চ'দ্ধগু সিযা ন চ দুক্খানুপতিতো সিযা।" শ্লোক নং ৩০২.

পরদার সেবন করিয়া বহুপ্রকার যদনা ভোগ করে। সেইজন্য পরদারসেবন করা অনুচিত। তদ্রূপ দুঃশীল ব্যক্তি হীনভাবে শ্রামণ্য জীবন যাপন করিয়া বহু অপুণ্য প্রসব করে।

উদাসীন, আলস্যপরায়ণ, অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ব্যক্তির শ্রামণ্য জীবনে সাফল্য লাভ অসম্ভব। দুষ্কর্মের চেয়ে সুকর্ম করাই শ্রেয়। কারণ দুষ্কর্মের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিতে হয়। সুকর্মের ফল আনন্দচিত্তে অনুভব করা যায়।[১] যাহারা নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ তাহারা ইহজীবনে অসুখী ও মৃত্যুর পর দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সংযমী ও শ্রদ্ধাশীল ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁহারা ইহজীবনে বহু প্রশংসালাভ করেন এবং পরজন্মে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। রাজা যেমন সীমান্ত ও অভ্যন্তর ভাগ সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোদ্বার সুরক্ষিত করিয়া পার্থিব তৃষ্ণা হইতে মনকে নিবৃত্ত করেন। যাহারা অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ তাহারা বিচারহীন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নরকে গমন করিয়া বহু দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা দোষকে দোষ এবং নির্দোষকে নির্দোষ এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করেন।

২৩। নাগবগ্‌গো :

নিন্দা প্রশংসা জাগতিক মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহাতে বিচলিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। এই বর্গের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে হস্তিরাজ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুনিঃসৃত শরকে হেলায় সহ্য করে সেইরূপ বুদ্ধ তথাগত ও দুর্জনের কটুবাক্যও সহ্য করেন। কারণ জগতে অধিকাংশ লোক দুঃশীল। সুশীল ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বিরল। এই বিষয় চিন্তা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধু ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে বিচলিত হন না।[১] নীরবে তাহাদের কটুবাক্য এড়াইয়া চলেন। দুর্দমনীয় হস্তী অথবা অশ্বকে দমন করার চেয়ে আত্মদমন কঠিন। জিতেন্দ্রিয়

১. "অকতং দুক্কতং সেয্যো পচ্ছা তপতি দুক্কতং,
কতং চ সুকতং সেয্যো যং কত্বা নানুতপ্পতি" শ্লোক নং ৩১৪

১. "অহং নাগোব সঙ্গামে চাপাতো পতিতং সরং,
অতিবাক্যং তিতিক্‌খিস্‌সং দুস্‌সীলো হি বহুজ্জনো।" শ্লোক নং ৩২০.

পুরুষ আত্মদমন করিয়া আর্যমার্গে আরোহন করতঃ নির্বাণের আস্বাদ উপলব্ধি করেন। যে ব্যক্তি অলস ও অতিশয় লালসাপরায়ণ গৃহপালিত স্থূলকায় শূকরের ন্যায় বারংবার শয়ন পরিবর্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। সে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম লক্ষণ যুক্ত স্মৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। অপ্রমাদপরায়ণ জ্ঞানীব্যক্তি পংকে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় নিজেকে কলুসরূপ পাপ দুর্গ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হন।

প্রজ্ঞাবান পণ্ডিতবন্ধু পাওয়া গেলে হৃষ্টচিত্তে স্মৃতিমান হইয়া তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা করা শ্রেয়। যদি উপযুক্ত, নিজের চেয়ে উত্তম অথবা সমান বন্ধু লাভ করা না যায় তবে মাতঙ্গারণ্য বাসী হস্তিরাজের ন্যায় একাকী বিচরণ করাই উত্তম। কারণ অসৎ সংসর্গের দ্বারা বহু অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। পাপাচরণরত মূর্খের সহবাস সর্বথা পরিত্যাজ্য।

প্রয়োজনকালে বন্ধুর সাহচর্য সুখকর। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা পণ্ডিতের লক্ষণ। পুণ্যানুষ্ঠানকারী ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর মহাসুখ লাভ হয়। সর্বপ্রকার দুঃখের বিনাশ সাধন সুখকর।[২] মাতৃসেবা ও পিতৃসেবা হিতকর, শ্রমণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা সুখাবহ। শীলপালন সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক। লোক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞালাভী ব্যক্তির শ্রদ্ধা নিশ্চল হয়। প্রজ্ঞা ও ধ্যানসাধনা অলৌকিক শক্তিলাভের শ্রেষ্ঠউপায়। পাপাচরণ ও বিষয়াসক্তি উন্নতির পরিপন্থী। এইজন্য পাপাচরণ পরিত্যাগ এবং সর্বপ্রাকার পুণ্যকার্য সম্পাদন জ্ঞানলাভের পক্ষে হিতকর।

২৪। তন্‌হাবগ্‌গো ঃ

তৃষ্ণা বা তন্‌হা মানুষের পরম শত্রু। এই যথেচ্ছা বিচরণকারী তৃষ্ণাকে বশীভূত করিতে না পারিলে জগতের কোন কার্যই যথাথযভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। মালুব লতা যেমন যে বৃক্ষে বর্ধিত হয় সেই বৃক্ষেরই সর্বনাশ সাধন করে

---

২. "অথম্হি জাতমহি সুখা সহায়া,
তুট্‌ঠী সুখা যা ইতরীতরেন ;
পুঞ্‌ঞং সুখং জীবিত সঙ্খযম্হি
সব্বস্‌স দুকখস্‌স সুখং পহানং।" শ্লোক নং ৩৩১.

তদ্রূপ ষড়্দ্বারে[১] উৎপন্ন তৃষ্ণা ও বর্ধিত হইয়া মানুষের সর্বনাশ সাধন করে। ফলমূলাহারী বানর যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদান করে সেইরূপ কামনা বাসনায় বশীভূত মানব জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদুঃখ ভোগ করে। বৃক্ষের শিখর সমূলে উৎপাটিত না হইলে যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ উচ্ছিন্ন না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা দুরীভূত হয় না।[২] আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বপ্রকার তৃষ্ণা দুরীভূত না হইলে ভবান্তরে জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ পুনঃ পুনঃ আনয়ন করে। যাহার তৃষ্ণা বলবতী তাহার সমথ ও বিদর্শন ভাবনায় সাফল্যলাভ সম্ভব-পর নহে। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে[৩] রূপ প্রভৃতি তৃষ্ণা অবলম্বন করিয়া মোহান্ধ মানব পঞ্চস্কন্ধে জড়িত হইয়া বহুদুঃখ ভোগ করে।

নির্বাণমার্গগামী পণ্ডিত ব্যক্তি অর্হৎমার্গজ্ঞানে চতুর আর্য সত্য[৩] উপলব্ধি করিয়া দশবিধ সংযোজন ও সপ্তবিধ রাগসঙ্গ ত্যাগ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ লৌহ কাষ্ঠ, অথবা শৃঙ্খলের বন্ধনকে শ্রেষ্ঠ বন্ধন মনে করেন না, পুত্র দারার প্রতি আসক্তি-রূপ বন্ধনকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ পূর্বোক্ত বন্ধন দুশ্ছেদ্য বটে, উহা মানবকে অধোদিকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু আসক্তিরূপ বন্ধন শুধু দুশ্ছেদ্য নহে উহা মানবকে নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া বহু দুঃখের কারণ ঘটায়। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বহুদুঃখদায়ক কামসুখ পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করেন। যাহারা আসক্তিপরায়ন তাহারা স্বীয়জালে আবদ্ধ ঊর্ণনাভের ন্যায় তৃষ্ণাজালে নিমজ্জিত। অনাসক্ত ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাজাল ছিন্ন করিয়া অনাগরিক বৈরাগ্য জীবন যাপন করেন। তাঁহারা সম্মুখে, পশ্চাতে, মধ্যভাগে অবস্থিত সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া বিমুক্তচিত্ত হইয়া বিহার করেন।

মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অনুরাগপরায়ণ শুভানুদর্শী ব্যক্তি মনোজ্ঞ বস্তুর প্রতি

---

১. চক্ষুদ্বার, শ্রোতদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়দ্বার এবং মনোদ্বার।

২. "যথাপি মূলে অনু পদ্দবে দল্‌হে,
ছিন্নো'পি রুক্‌খো পুনরের রূহতি ;
এবমিপ তন্‌হানুসযে অনূহতে,
নিব্ব ত্ততী দুকখমিদং পুনপ্পুনং।" শ্লোক নং ৩৩৮।

৩. চতুর আর্য সত্য নিম্নরূপঃ (১) দুঃখ (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখ নিরোধ এবং (৪) দুঃখ নিরোধের উপায়।

সমূহ ছেদন করিয়া অন্তিম দেহধারী মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন। মারবিজয়ী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ সর্বধর্মে নির্লিপ্ত ও বিমুক্তিচিত্ত হন। তিনি স্বয়ং আর্যসত্য সমূহ উপলব্ধি করিয়া সর্বমানবের সর্বজ্ঞ শাস্তা হইয়া ইহলোকে বিহার করেন। সর্বপ্রকার দানের অপেক্ষা ধর্মদান উত্তম। ধর্মই উত্তম রস, অমৃতের স্বাদ অত্যধিক এবং তৃষ্ণাক্ষয়েই সর্বদুঃখের বিনাশ হয়। তৃণ যেমন শস্যের ক্ষতিকারক সেইরূপ রাগ, দ্বেষ, মোহও মানুষের পরম ক্ষতিকারক। সেইজন্য রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আসক্তিবিহীন মানুষকে দান করাই শ্রেয়। কারণ ইহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়।

২৫। ভিক্‌খুবগ্‌গো ঃ

ভিক্ষু মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ সর্বপ্রকার রূপ দর্শন করিয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া কোন অবস্থাতেই আসক্তি প্রকাশ করেন না। সেইরূপ শ্রেতৃদ্বারে শব্দ, ঘ্রাণদ্বারে গন্ধ, জিহ্বাদ্বারে রসানুভব করিয়া আকৃষ্ট হন না। তিনি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার সর্বথা পরিত্যাগ করেন। মিথ্যা, কর্কশ, ভেদবাক্য ও সম্প্রলাপ ত্যাগ করেন, লোভ, দ্বেষ মোহের অধীন হইয়া কোন কার্য করেন না। তিনি হস্ত, পদ, ও বাক্যে সংযত হইয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, ধ্যানপরায়ণ ও সন্তুষ্ট চিত্ত হন। ভিক্ষু মুখে সংযত, অচঞ্চল হইয়া অর্থ ও ধর্মসম্মত বাক্য প্রয়োগ করেন। তিনি সৎচিন্তা, সৎসাধনা ও ধর্মানুসরণে রত হন। তিনি কখনও সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি নিজের লাভকে উপেক্ষা করিয়া দুর্লভ বস্তুর প্রতি স্পৃহা প্রকাশ করেন না। ভিক্ষু অল্পলাভী হইয়া নিরলসভাবে অধ্যাত্মসাধনায় তৎপর হন। সর্বপ্রকার নামরূপের প্রতি যাহার কোন প্রকার মমত্ব বা আসক্তি নাই তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। মৈত্রীভাবনাপরায়ণ, বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন, সংস্কারমুক্ত প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুই নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যিনি পঞ্চ বিষয় ত্যাগ (পঞ্চ জহে),[১] পঞ্চ বিষয় ছিন্ন (পঞ্চ ছিন্দে),[২] পঞ্চ

১. রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, ও অবিদ্যা এই পাঁচটি ঊর্দ্ধভাগীয় সংযোজন। এইগুলি অর্হত্ত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রহীন হয়।

২. চক্ষু, শ্রেত, ঘ্রাণ জিহ্বা, কায় অথবা সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত, পরাগ দ্বেষচ (ব্যাপাদ)। ইহাদিগকে নিম্নভাগীয় সংযোজন বলে। এইগুলি শ্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, ফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহীন হয়।

বিষয় ভাবনা (পঞ্চুত্তরি ভাবযে)[১] এবং পঞ্চ বিষয়ের অতীত হইয়াছেন (পঞ্চ সঙ্গাতিঘো, তিনি ওঘোতীর্ণ বলিয়া কথিত হন। ভিক্ষু কোনদিন প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পঞ্চকামগুণে লিপ্ত হন না। তিনি স্কন্ধসমূহের বিলয় ও উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া নির্বাণ উপলব্ধ ব্যক্তির ন্যায় চিত্তে অপার আনন্দ ও প্রীতিলাভ করেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্ত ও প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল[২] হন এবং প্রজ্ঞাবান, নিরলস ও কল্যাণমিত্রের ভজনা করিয়া আনন্দবহুল হইয়া অবস্থান করেন। তিনি শান্তকায়, শান্তবাক্য, শান্তচিত্ত, এবং সমাধিপরায়ণ হইয়া বিহার করেন। এইরূপ শীলাচার সম্পন্ন আনন্দ বহুল উপশান্ত ভিক্ষু বুদ্ধশাসন অলঙ্কৃত করেন। যে তরুণ ভিক্ষু আত্মনির্ভরশীল, স্মৃতিমান, বুদ্ধশাসনে প্রচেষ্টাপরায়ণ তিনি অর্হত্বফলে বিভূষিত হইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে উদ্ভাষিত করেন।

২৬। ব্রাহ্মাণবগগো ঃ

ভারতে চিরাচরিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা ছিল তাহারই জ্বলন্ত প্রতিবাদ এই অধ্যায়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার ছলে জাত্যাভিমান প্রকাশ করিত। বুদ্ধ ভগবান তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকার করিতেন না। হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। জাতির দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।[৩] বুদ্ধের সঙ্গে

---

১. ঊর্দ্ধভাগীয় সংযোজন প্রহীন করার নিমিত্ত পাঁচটি বিষয়ের ভাবনা করা দরকার। সেই পাঁচটি বিষয় হইল ঃ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও সমাধি। ভবতৃষ্ণা ক্ষয় করার নিমিত্ত এইগুলি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও অনুধ্যান করা প্রয়োজন। যাহারা রূপ, রস, শব্দ, ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত না হইয়া সর্বদা শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন তিনিই নিম্ন ও ঊর্দ্ধভাগীয় সংয়োজন সমূহ অতিক্রম করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া 'ওঘোত্তীর্ণ' বলিয়া কথিত হন।

২. 'পাতিমোক্ষ' বিনয়পিটকের অন্তর্গত একখানি সংকলন গ্রন্থ। ইহাতে ভিক্ষুদের অবশ্য প্রতিপাল্য শীল সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। শীলের সংখ্যা ২২৭।
গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—পারাজিকা, সংখাদিসেস, অনিযত, নিস্‌সগগিয়, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া' সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ।

৩. "জন্মনা ব্রাহ্মণা জ্ঞেযঃ"

তৈবিজ্জের[১] আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কেবল ত্রিবেদ জ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রাহ্মণত্বলাভ করিবার জন্য অসার্থক তর্ক ও বেদ আলো-চনাই যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রভৃতি এই চারি প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা করা একান্ত দরকার[২]। জাতির দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। আচার অনুষ্ঠান ও শীলপালনের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়[৩]। বংশগৌরব অথবা উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়াও শীলগুণ বিভূষিত না হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বহুলোক নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শীলাচারসম্পন্ন হইয়া পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও স্বর্গে গমন করিতে পারে। জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পদ চিহ্ন একরূপ; হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, দীপি প্রভৃতি প্রাণীদের মত মনুষ্য মনুষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্টি হয় না। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চুপ্রভৃতিতে পার্থক্য আছে ; মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জীবনের হাসি, কান্না, সুখ দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষে মানুষে অথবা জাতিতে জাতিতে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বুদ্ধের মতে যে কোন ব্যক্তি সৎকার্য করিলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। সৎভাব ও কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা যে কোন লোকই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিম্বা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত হইয়া পাপমল ত্যাগ করিতে না পারিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাহাকে কেবল 'হে ব্রাহ্মণ!' বলিয়া সম্বোধন করা যায়। যিনি নিকলুষ, অনাসক্ত, রজঃমুক্ত, লোভ, দ্বেষ

---

১. দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, তেবিজ্জ সুত্ত, নং ১৩।
তেবিজ্জ সুত্তে দুইপ্রকার ব্রাহ্মণের ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম দলে অট্ঠক, বামক, বামদেব, প্রভৃতি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারাই বেদের শ্লোক রচয়িতা ও উদ্গাতা। দ্বিতীয় দলে (১) অদ্ধারিয় (ঐতরেয়) (২) তৈত্তিরীয় (তিত্তিরীয়,) (৩) ছান্দোগ্য (ছান্দোক), (৪) শতপথ (ছান্দবা) এবং (৫) ভাব্বছ এবং (ভাব্যারিজ্ঝ।

২. মজ্ঝিমনিকায় সুভসুত্ত, নং ৯৯।

৩. "ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো"। শ্লোক নং ৩৯৩।

ও মোহবিহীন তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয়[১] দিনে সূর্য দীপ্তি দান করে, রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ্ত হয়, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইলে রাজার শোভা বৃদ্ধি হয়, ব্রাহ্মণ ধ্যানরত থাকিলেই শোভিত হয়। বুদ্ধ আপনার দীপ্তিতে অহোরাত্র প্রদীপ্ত হন। পাপ অপগত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ , শম আচরণ করেন বলিয়া শ্রমণ এবং পাপমল পরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রব্রজিত নামে অভিহিত হন।

যিনি বন্ধনমুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাশ্রব, কামচিন্তা বিরহিত তিনিই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য। ব্রাহ্মণ ধ্যানী, একক বিচরণশীল, বস্তুকাম ও ক্লেশকাম পরিহার করিয়া চলেন। যিনি সর্ব সংযোজন ছিন্ন করিয়া ভয়মুক্ত, অনাসক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। রাগাদি মলপূর্ণ, জটাধারী অজিনচর্ম পরিহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ক্রোধবিহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, বীততৃষ্ণ, সংযত ও অন্তিম দেহধারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংশ্লিষ্ট, অল্পেচ্ছু ও আলয়বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্বপ্রকার অদত্ত গ্রহণে বিরত, যাহার কোন প্রকার তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই যিনি সংশয়মুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি পঙ্কিল, দুরতিক্রম্য, মোহপূর্ণ সংসারাবর্ত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি পারগত, অনাসক্ত, ও বিমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ধর্মপদে বিধৃত নির্বাণ ঃ

নির্বাণ সম্বন্ধে অন্যান্য ত্রিপিটক গ্রন্থের ন্যায় ধর্মপদে নির্বাণের বর্ণনা খুব বেশী সুস্পষ্ট নয়। নির্বাণ অনির্বচনীয়। ইহা উপমা, কাল, স্থান বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। নির্বান অব্যক্ত। শাস্ত্রের বচন বা বাক্য দ্বারা নির্বাণের বর্ণনা করা সম্ভব নহে। ভগবান তথাগত বুদ্ধের নিজের দেশনা হইতে নির্বাণের স্বরূপ উপলব্ধি সহজ বোধগম্য নহে। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ।[২] অতএব, তাঁহার পণ্ডিত ও মেধাবী শিষ্যেরা (শ্রাবকগণ) নির্বাণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে নির্বাণের ধারণা করিতে হয়।

---

১. ন চা'হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং,
ভোবাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চনো;
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।" শ্লোক নং ৩৯৬।

২: 'বাতিতপাপো'তি বাহ্মণো'—শ্লোক নং ৩৮৮।

নির্বাণ অব্যক্ত, অনির্বচনীয় ও পণ্ডিতদের গোচরীভূত।[১] এই অনির্বচনীয় নিত্য বিষয়কে বুঝিতে হইলে আমাদের সর্ম্মুখে উপস্থাপিত জাগতিক বস্তুসমূহের যথাযথ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। এই সাংসারিক বস্তু বা প্রাণীর স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইলেই অনির্বচনীয় অব্যক্ত নির্বাণের ধারণা করা সম্ভব। অতএব, জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে ধর্মপদে কি বলা হইয়াছে পূর্বে উহার কিছু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ধর্মপদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে সংসার অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম। সংসারের জীব ও বস্তুসমূহ নিত্য নহে। উহা সর্বদা পরিবর্তনশীল।[২] জীব ও জগৎ যেখানে অনিত্য সেখানে সার বা শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব কোথায়? স্থূল দেহ কিম্বা সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু দেহ ও মন উভয়ই যখন অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর তখন ঐ দুইটির একটিকে শাশ্বত আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়া অযৌক্তিক নহে কি? বৌদ্ধ মতে শরীরের মধ্যে পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত শাশ্বত বা নিষ্ক্রিয় সারযুক্ত পদার্থ বর্তমান নাই। ধর্মপদের অত্তবগ্‌গে বলা হইয়াছে, "নিজেই নিজের নাথ, আবার অপর নাথ কে? নিজকে যিনি সংযত করিতে পারেন তিনি দুর্লভ পরমার্থ বা নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন।"[৩] চিত্তবগ্‌গে বলা হইয়াছে এই দেহ কুম্ভকারের মৃন্ময়পাত্রের মত ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর।[৪] অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ব্যবহারের অযোগ্য ও ঘৃণ্য।[৫] এই দেহ ফেনপিণ্ড ও

---

১. "পণ্ডিত বেদনীয়।"

২. "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্‌ঞায পস্‌সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।
সব্বে সঙ্খারা দুক্‌খা'তি যদা পঞ্‌ঞায পস্‌সসতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।
সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্‌ঞায পস্‌সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।" শ্লোক নং ২৭৭-২৭৯

৩. "অত্তাহি অত্তনো নাথাং কোহি নাথো পরোসিযা,
অত্তনাহি সুদন্তেন নাথো লভতি দুর্লভং।" শ্লোক নং ১৬০

৪. "কুম্ভপমঃ কাযমিমং"—শ্লোক নং ৪০।

৫. "ছুদ্ধো অপেতো বিঞ্‌ঞান নিরত্থং'ব কলিঙ্গরং।" শ্লোক নং ৪১।

মরীচিকাতুল্য ক্ষণভঙ্গুর ; ইহা বহু প্রকার অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ।[১] লোকবগ্‌গে এই জগৎকে জলবুদ্বুদ ও মরীচিকা এবং মানব দেহকে চিত্রিত রাজরথের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।[২] এইরূপ অনিত্য সংসারে নিত্য বা শাশ্বত আত্মার কল্পনা অবাস্তব ও ভ্রমার্থক। ধর্মপদে এই বাণীই পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই এই জীবদেহ গঠিত। এই দেহ অস্থি-কঙ্কালসার, রক্তমাংস ইহাতে অনুলিপ্ত এবং চর্মের আস্তরণে আচ্ছন্ন। ইহার মধ্যে জরা, ব্যধি, মান ও কপটতা অবস্থান করে। মৃত্যুতেই ইহার অবসান হয়[৩]। ইহা ক্ষণভঙ্গুর ও বহুদুঃখপূর্ণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। পুরাতন দেহের বিলুপ্তিতে নূতন দেহের সৃষ্টি হয়। মানুষ কামনা বাসনার বশীভূত হইয়া বহুপ্রকার অকল্যাণ কর্ম সম্পাদন করিয়া জন্মজন্মান্তরে দুঃখভোগ করে। চিত্তেই পাপ উৎপন্ন হয় চিত্তেই পাপের বিনাশ হয়। এইরূপ বিপথ-গামী চিত্তকে পণ্ডিতগণ সংযত করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য ও চিত্তসংযম অভ্যাসকরতঃ ধ্যানের দ্বারা বিপথগামী চিত্তকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে সর্বদুঃখের অবসান করতঃ নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়।

নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যাহা সর্বোপধিবর্জিত ও সর্বসংস্কারবিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি, প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকারের মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ধর্মপদে বলা হইয়াছে আরোগ্য পরমলাভ, সন্তোষ পরম ধন বিশ্বাস পরম জাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ। বহুদিন ধরিয়া রোগ প্রপীড়িত মানুষের পক্ষে রোগমুক্তি যেমন পরম লাভ তদ্রূপ কামনা বাসনায় আসক্ত জীবের পক্ষে নির্বাণই পরম সুখ।[৪] কারণ পঞ্চস্কন্ধ[৫] ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক।

---

১. "ফেনুপমং কাযমিমং বিদিত্বা,
মরীচি ধম্মং অভিসম্বোধানো। শ্লোক নং ৪৬।

২. "যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং।" শ্লোক নং ১৭০।

৩. অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং
যথ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো।" শ্লোক নং ১৫০।

৪. "আরোগ্যা পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং
বিস্‌সাস পরমা ঞাতি নিব্বানং পরমং সুখং।" শ্লোক নং ২০৪।

৫. পঞ্চস্কন্ধ নিম্নরূপঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বৌদ্ধ মতে উপরোক্ত

ক্ষুধাতৃষ্ণা এমন একপ্রকার অবস্থা যাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া কঠিন। আজীবন ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় মানুষ অস্থির। ক্ষুধাতৃষ্ণা মানুষের নিত্য রোগসদৃশ। এইরূপ ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে ত্রাণ পাওয়া পরম শান্তি বা সুখ বই কি।

ধর্ম্মপদে আরও বলা হইয়াছে নির্বাণ শ্রেষ্ঠ,[১] এবং অনুত্তর যোগক্ষেম।[২] মানুষের দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু বর্তমান আছে তাহার মধ্যে নির্বাণই পরম শ্রেষ্ঠ। দেবমানবের কল্পনায় ইহার চেয়ে উত্তম আর কিছু হইতে পারেনা।[৩] যোগীরা ইহা লাভ করিবার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। নির্বাণ এমন এক অমৃতপদ যাহা পরম শান্তিপ্রদ এবং পরম সুখকর। নির্বাণ অনির্বচনীয় অজর, অমর, অদুঃখ, অসুখ, অব্যাধি প্রভৃতি বর্জিত চিত্তের এমন এক অবস্থা যাহা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করিতে পারিলেই ইহা অনুভূত হয়। সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি নামক একপ্রকার সমাধিতে নিমগ্ন হইলে এইরূপ নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। সমাপত্তি লাভী স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী সাধকদের নিকট নির্বাণের আস্বাদ কিছু পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হইলেও অবিদ্যা[৪] ও তৃষ্ণার অশেষ নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণের পূর্ণ অনুভূতি সম্ভব নহে। একমাত্র অর্হত্বফল লাভী আত্মজয়ী সাধক ও নিষ্প্রপঞ্চ তথাগত বুদ্ধই[৫] ইহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। এইরূপ ধ্যানপরায়ন, নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্ত, প্রবুদ্ধ ও স্মৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নতিতে দেব ব্রহ্মগণও ঈর্ষা বোধ করেন।[৬]

পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে মানুষের জীবদেহ গঠিত। এই জীবদেহ যৌগিক, ইহাতে পঞ্চস্কন্ধ ছাড়া অপর কোন মৌলিক পদার্থ বর্তমান নাই।

১. "নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।" শ্লোক নং ১৮৪।

২. "নিব্বানং যোগকখেমং অনুত্তরং।" শ্লোক ২৩।

৩. ধর্মপদে মার্গফলের মধ্যে প্রথম ফল শ্রোতাপন্ন লাভী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে,
"পথব্যা একরজ্জেন সগগস্‌স গমনেন বা,
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তি ফলং বরং।" শ্লোক নং ১৭৮।

৪, 'অবিজ্জা' বা 'অবিজ্জা' শব্দের মূল অর্থ 'অজ্ঞানতা'। অবিজ্জা এক প্রকার অনুশয় ও বটে। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ না জানা অবিদ্যা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সমন্বিত পঞ্চস্কন্দ যে দুঃখ ইহার যথাযথ অনুপলব্ধির নামই অবিদ্যা। অবিদ্যা সম্বন্ধে নিকায় সমূহে (সংযুক্ত, ২. ৪, ২৬, ২৬৩ ; মজঝিম নিকায়, ১, ৫৪, ৬৭, ১৪৪,) বলা হইয়াছে ঃ
"যা কাচ ইমা দুগগতি যো অস্মিং লোকে পরমহি চ
অবিজ্জা মূলকা সব্বা ইচ্চা লোভ সমুচ্চযা।"

ধর্মপদের সার্বজনীন উপদেশ ঃ

ধর্মপদের সার্বজনীনত্ব বিশ্বব্যাপী। জগতে কতকগুলি সার্বজনীন আকাঙ্খা ও প্রাণের বাণী আছে। এইগুলি কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এইগুলি সার্বভৌম কল্যাণ ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতে তার কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে :

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।"

বৈরিতার দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না, প্রেম বা মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথামতা।"

অপ্রমাদ অমৃতের পথস্বরূপ এবং প্রমাদ মৃত্যুর। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুজয়ী এবং প্রমত্ত ব্যক্তিরা বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতবৎ।

"অপ্পমত্ত পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো,
অবলস্সং বা সীধস্সো হিত্বা জাতি সুমেধসো।"

দ্রুতগামী অশ্ব যেমন স্বল্পগামী অশ্বকে পরাভূত করে তদ্রূপ অপ্রমত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এবং জাগ্রত সুপ্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া (পরাস্ত করিয়া) চলিয়া যান।

"ন তং মাতাপিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যো সোনং ততো করে।"

মাতাপিতা কিম্বা অন্য কোন জাতি মানুষের যে উপকার করিতে পারে না সম্যক পথে পারিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার করে।

"যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কযিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।"

মালাকার যেমন উদ্যান জাত রাশিকৃত পুষ্প হইতে বিবিধ প্রকার মালা প্রস্তুত করে সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহজগতে নানাপ্রকার পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধন্য হন।

---

৫. "আকাশে বা পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে,
পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা।" শ্লোক নং ২৫৪।

৬. 'যে ঝানপসুতা ধীরা নেকখম্মুপসমে রতা,
দেবা'পি তেসং পিহযন্তি সম্বুদ্ধানং গতীমতং।" শ্লোক নং ১৮১।

"ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে।"

পাপমিত্র পুরিসাধনের ভজনা বা সংসর্গ করা উচিত নহে। পুরুষোত্তম কল্যাণ মিত্রের সেবা করাই শ্রেয়।[১]

"সব্বত্থ বে সপ্পুরিসা চজন্তি
ন কামকামা লপযন্তি সন্তো,
সুখেন ফুট্‌ঠা অথবা দুখেন
ন উচ্চাবস পণ্ডিতা দস্‌সযন্তি।"

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকল স্থানে ত্যাগধর্মী হন। তাঁহারা কোন সাংসারিক ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া কার্য করেন না। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থাতে তাঁহারা অচঞ্চল থাকেন।

"ন বারণ মত্তেন বণ্ণপোক্‌খরতায বা
সাধরূপো নরো হোতি ইস্‌সুকী মচ্ছরী সঠো।
যস্‌স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘচ্চং সমূহতং,
স বন্তদোসো মেধাবী সাধুরূপো'তি বুচ্চতি।"

ঈর্ষাপরায়ণ শঠ ব্যক্তি বাক্‌পটুতা ও রূপলাবণ্য দেখাইয়া সাধু হইতে পারে

১, ধর্মপদের অন্যত্র এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে,
"সাহুদস্‌সনমরিয়ানং সন্নিবাসো সদাসুখো,
অদস্‌সনেম বালানং নিচ্চমেব সুখী সিযা।
বাল সঙ্গত চারিহি দীঘমদ্ধানং সোচতি,
দুক্‌খে বালেহি সংবাসো অমিত্তেন'ব সব্বদা।
দুধীরো চ সুখংবাসো ঞাতীনং'ব সমাগমো।
সেইহেতু—
ধীরঞ্চ পঞ্‌ঞঞ্চ বহুস্‌সুতঞ্চ
ধোরয়্‌হ সীলং বতবন্ত মরিযং
তং তাদিসং সপ্পুরিসং সুমেধ
ফজেথ নক্‌খত্ত পথং'ব চন্দিমা।"

সাধ সৎপুরুষগণের দর্শন সর্বদা সুখকর, মূর্খ ব্যক্তির অদর্শন মঙ্গলপ্রদ। অজ্ঞব্যক্তির সংসর্গের দ্বারা সর্বদা অনুশোচনা করিতে হয়, পণ্ডিতের সহবাস জ্ঞাতিগণের সহিত বাস করার ন্যায় হিতকর। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নক্ষত্রপথ অতিক্রমণকারী চন্দ্রের ন্যায় ধীর, প্রাজ্ঞ, বহুশ্রুত, শীলাচার সম্পন্ন অর্হৎগণের পদাঙ্ক অসরণ করেন না।

না। যিনি সর্বপ্রকার ঈর্ষাভাব ত্যাগকরতঃ দোষসমূহ বর্জন করিয়াছেন তিনিই সজ্জন বলিয়া কথিত হন।

ধর্মপদের ছত্রে ছত্রে এইরূপ আকাঙ্খা ও প্রাণের বাণী প্রতিধ্বনিত। এইগুলি অনিত্য, দুঃখ, ও অনাত্মভাবে সঞ্জীবিত হইলেও ত্যাগ, পরার্থপরতা. ক্রোধ, অকৃপণতা. ক্ষমা ও উদার মানবত্ববোধ ইহার মধ্যে স্বতস্ফুর্ত। প্রফেসর বপৎ বলেন, "Those who are biased against Buddhism or hold that a religion like Buddhism is nothing but an extreme way of puritan and ascetie life, will not properly feel the simplicity and humanity of the description of life and its weaknesses. But a candit person of the world who has experienced the bitterness of life must be touched by the almost pathetic and appealing nature of the work."[১]

পাক-ভারতের শাশ্বত বাণীর মূর্ত প্রতীক ভগবান তথাগত বুদ্ধ। এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনায় জাতি যখন ম্রিয়মান, নিরাশার ঘনান্ধকারে পথ যখন তাহার অবলুপ্ত সেই সংকটময় মুহূর্তে বুদ্ধ তাঁহার অভয়বাণী লইয়া সকলের সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন। জগতের দুঃখ, আর্ত, বুভুক্ষ পীড়িত মানুষ তাঁহার অভয়বাণীর সংস্পর্শে ধন্য হইল। মৃত জাতির অন্তরে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত হইল। ভগবান বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মপদের গাথাসমষ্টি জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করে এক শান্তির পথ। হিংসায় উন্মত পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক। আড়াই হাজার বৎসর পুর্বে দেশে যখন ধর্মের নামে জীবহত্যা ও পশুবধ প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল তখনও দেশবাসী এই বানীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। যার ফলে প্রাচীন ভারতে এমন এক শাশ্বত সমাজের উদ্ভব হইয়াছিল যাহার তুলনা বর্তমান জগতে বিরল। সেখানে ছিল না কোন বর্ণভেদ, ছিল না কোন অসাম্য। সেখানে স্ত্রীপুরুষ সবাই সমান। জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ ছিল না। আসমুদ্রহিমাচল সেই তথাগত বুদ্ধের পদতলে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইয়াছিল।

ধর্মপদে বিধৃত উপদেশাবলীর মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ড বা পশুবধের কোন স্থান নাই। এখানে কায়েমী স্বার্থবাদী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া স্ত্রী

Dhammapada, Introduction, P. XXX.

শূদ্রকে বেদাধিকারে বঞ্চিত করা হয় নাই। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সর্ব প্রকার পাপমুক্ত, নিষ্কলুষ ও প্রশান্তচিত্ত, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্মল তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধ কেবল পথপ্রদর্শক, তিনি কাহাকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না। মুক্তি নিজেকেই নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করিতে হয়। সেই মুক্তিপথের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকে।

॥ *পরিশিষ্ট* ॥

ব্রহ্মদেশের পেগানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে খোদিত পুস্তকের তালিকা ১. পারাজিকাকণ্ড, ২. পাচিত্তিয়া, ৩ ভিক্খুনীবিভঙ্গ, ৪. বিনয মহাবগ্‌গ, ৫. বিনযচুলবগ্‌গ, ৬. বিনয পরিবার, ৭. পারাজিকাকণ্ড অট্‌ঠকথা, ৮. পাচিত্তি-যাদি অট্‌ঠকথা, ৯. পারাজিকাকণ্ড টীকা, ১০ তেরস্ কণ্ড-টীকা, ১১. বিনযসংগ্রহ অট্‌ঠকথা (বড়) ১২. বিনয সংগ্রহ অটঠকথা (ছোট) ১৩. কঙ্কাবিতরনী অট্‌ঠকথা, ১৪. খুদ্দকসিক্খা-টীকা, (প্রাচীন), ১৫. খুদ্দকসিকখা-টীকা (নব) ১৬. কঙ্কা-টীকা (নব) ১৭. বিনযগনঠিপদ, ১৮. বিনয উত্তর সিঞ্চয-অট্‌ঠকথা, ১৯. বিনয সিঞ্চয-টীকা, (নব), ২০. বিনয খন্ধনিদ্দেস, ২১. ধম্মসঙ্গনি, ২২. বিভঙ্গ, ২৩. ধাতুকথা, ২৪. পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, ২৫. কথাবত্থু, ২৬. মূল যমক ২৭. ইন্দ্রিয-যমক, ২৮ টীকাপট্‌ঠান, ২৯. তুকটিকপট্‌ঠান, ৩০. তুকপট্‌ঠান ৩১. অত্থসালিনী-অট্‌ঠকথা, ৩২. সমোহবিনোদনী-অট্‌ঠকথা, ৩৩. পঞ্চপকরণ-অট্‌ঠকথা, ৩৪. অভিধম্ম-অনুটীকা, ৩৫. অভিধম্মত্থ সঙ্গহ-অট্‌ঠকথা, ৩৬. অভিধম্মত্থসঙ্গহ-টীকা, ৩৭. অভিধম্মত্থবিভাবনী-টীকা, ৩৮. সীলক্খন্ধ, ৩৯. মহাবগ্‌গ, ৪০. পাথেয্য, ৪১. সীলক্খন্ধ-অট্‌ঠকথা, ৪২. সীলক্খন্ধ-টীকা, ৪৩. মহাবগ্‌গ অট্‌ঠকথা, ৪৪. পাথেয্য-অট্‌ঠকথা, ৪৫. মহাবগ্‌গ-টীকা, ৪৬.

মূলপণ্ণাস, ৪৭. মূলপণ্ণাস-অট্ঠকথা, ৪৮. মূলপণ্ণাস-টীকা, ৪৯. পাথেয্যটীকা ৫০. মজ্ঝিমপণ্ণাস, ৫১. মজ্ঝিমপণ্ণাস-অট্ঠকথা, ৫২. মজ্ঝিমপণ্ণাস-টীকা, ৫৩. উপরিপণ্ণাস, ৫৪. উপরিপণ্ণাস-অট্ঠকথা, ৫৫. উপরিপণ্ণাস-টীকা, ৫৬. সগাথাবগ্গ সংযুত্ত, ৫৭. সগাথাবগ্গ সংযুত্ত অটঠকথা, ৫৮. সগাথাবগ্গসংযুত্ত-টীকা, ৫৯. নিদানবগগসংযুত্ত, ৬০. নিদানবগগসংযুত্ত-অটঠকথা, ৬১ খন্ধবগ্গ সংযুত্ত, ৬২. খন্ধবগ্গসংযুত্ত-টীকা, ৬৩. সলাযতনবগ্গসংযুত্ত, ৬৪. সলাযতন সংযুত্ত অটঠকথা, ৬৫. মহাবগ্গসংযুত্ত, ৬৬. একদুক-টীকা-অঙ্গুত্তর, ৬৭. চতুক নিপাত-অঙ্গুত্তর, ৬৮. পঞ্চনিপাত-অঙ্গুত্তর, ৬৯. ছসত্তনিপাত-অঙ্গুত্তর, ৭০. অট্ঠ নবনিপাত-অঙ্গুত্তর, ৭১. দসএকাদসনিপাত-অঙ্গুত্তর, ৭২. একনিপাত-অঙ্গুত্তর-অট্ঠকথা, ৭৩. দুকতিকচতুকনিপাত-অঙ্গুত্তর-অটঠকথা, ৭৪. পঞ্চাদি-অত্তঙ্গু অট্ঠকথা, ৭৫. অঙ্গুত্তর-টীকা (ক্ষুদ্র) ৭৬. অঙ্গুত্তর-টীকা (বৃহৎ) ৭৭. খুদ্দকপাঠ এবং অট্ঠকথা, ৭৮. ধম্মপদ এবং অট্ঠকথা, ৭৯. উদান এবংঅট্ঠক ৮০. ইতিবুত্তক এবং অট্ঠকথা, ৮১. সুত্তনিপাত এবং আটঠকথা, ৮২. বিমানবত্থু ও অট্ঠকথা, ৮৩. পেতবত্থু ও অট্ঠকথা, ৮৪. থেরগাথা ও অট্ঠকথা ৮৫. পাটচরিয়, ৮৬. থেরীগাথা এবং অট্ঠকথা, ৮৭. একনিপাত জাতক-অট্ঠকথা, ৮৮. দুকনিপাত জাতক-অটঠকথা, ৮৯. তিকনিপাত জাতক-অট্ঠকথা ৯০. চতুক-পঞ্চ-ছনিপাত জাতক-অটঠকথা, ৯১. সুত্ত-অট্ঠ-নবনিপাত জাতক-অট্ঠকথা, ৯২. দস-একাদস-নিপাত জাতক-অট্ঠকথা, ৯৩. দ্বাদস-তেরস-পকিণ্ণক-নিপাত জাতক অট্ঠকথা, ৯৪. বীসতিজাতক অট্ঠকথা, ৯৫. জাতত্তকী-সোতত্তকী-নিদান অট্ঠকথা, ৯৬. চূলনিদ্দেস, ৯৭. চূলনিদ্দেস অট্ঠকথা, ৯৮. মহানিদ্দেস, ৯৯. মহানিদ্দেস (চূল), ১০০. জাতক-টীকা, ১০১. দুমজাতক-অট্ঠকথা ১০২. অপদান, ১০৩. অপদান-অট্ঠকথা, ১০৪. পটিসম্ভিদামগ্গ, ১০৫. পটিসম্ভিদামগ্গ-অট্ঠকথা, ১০৬. পটিসম্ভিদামগ্গ-গণ্ঠিপদ, ১০৭. বিসুদ্ধিমগ্গ অট্ঠকথা, ১০৮. বিসুদ্ধিমগ্গ টীকা, ১০৯. বুদ্ধবংস অটঠকথা, ১১০ চরিয়াপিটক অট্ঠকথা, ১১১. নামরূপ টীকা (নব), ১১২. পরমত্থবিনিচ্ছয (নব), ১১৩. মোহবিচ্ছেদনী, ১১৪. লোকপঞ্ঞত্তি, ১১৫. মোহনযন, ১১৬. লোকুপ্পত্তি, ১১৭. অরুণবতী, ১১৮. ছগতিদীপনী, ১১৯. সহস্সরংসিমালিনী, ১২০. দসবত্থু, ১২১. সহস্সবত্থু, ১২২.সীহলবত্থু, ১২৩. পেটকোপদেস, ১২৪. তথাগতুপ্পত্তি, ১২৫. ধম্মচক্ক (পবত্তনসুত্ত), ১২৬. ধম্মচক্ক-টীকা, ১২৭.

দাঠাধাতুবংস, ১২৮. ধাঠাধাতুবংস-টীকা, ১২৯. চূলবংস, ১৩০. দীপবংস, ১৩১. থুপবংস, ১৩২. অনাগতবংস, ১৩৩. বোধিবংস, ১৩৪. মহাবংস, ১৩৫. মহা বংস-টীকা, ১৩৬. ধম্মদান, ১৩৭. মহাকচ্চাযন, ১৩৮. ন্যাস, ১৩৯. থান, বিযেন টীকা, ১৪০. মহাথের টীকা, ১৪১. রূপসিদ্ধি অট্ঠকথা, ১৪২. বালা বতার, ১৪৩. বুত্তিমোগ্গল্লান, ১৪৪. রূপসিদ্ধিটীকা, ১৪৫. পঞ্চিবমোগ্গল্লান, ১৪৬. পঞ্চিকমোগগল্লান-টীকা, ১৪৭. কারিকা, ১৪৮. কারিকা-টীকা, ১৪৯. লিঙ্গথ বিবরণ, ১৫০. লিঙ্গত্থ টীকা, ১৫১. মুখমত্তসার, ১৫২. মুখমত্থসার টীকা ১৫৩. মহাগণ, ১৫৪. চূলগণ ১৫৫. অভিধান, ১৫৬. অভিধান টীকা, ১৫৭. সদ্দনীতি, ১৫৮. চূলনিরুত্তি ১৫৯. চূলসন্ধিবিসোধন, ১৬০. সদ্দত্থভেদচিন্তা, ১৬১ সদ্দত্থভেদচিন্তা টীকা, ১৬২ পদসোধন, ১৬৩ সম্বন্ধচিন্তা টীকা, ১৬৪ রূপাবতার, ১৬৫ সদ্দাবতার, ১৬৬ সদ্ধম্মদীপক, ১৬৭ সোতমালিনী, ১৬৮ সম্বন্ধমালিনী, ১৬৯ পদাবহামহাচক্ক (অথবা পদাবতার), ১৭০ স্বাদি (মোগ্গল্লান) ১৭১ কতচা (কৃৎ-চকার), ১৭২ মহাকা (কপ্প অথবা কচ্চাযন), ১৭৩ বালপ্পজন (বালাবতার), ১৭৪ সুত্তাবলী, ১৭৫ অক্খর সম্মোহচ্ছেদনী, ১৭৬ চেতিদ্ধীনে মিপরিগাথা, ১৭৭ সমাসতদ্ধীতদীপনী, ১৭৮ বীজকখ্যযং ১৭৯ কচ্চাযনসার ১৮০ বালপ্পবোধন, ১৮১ অত্থসালিনী, ১৮২ অত্থসালিনী নিস্সয, ১৮৩ কচ্চা যননিস্সয, ১৮৪ রূপসিদ্ধিনিস্সয, ১৮৫ জাতকনিস্সয, ১৮৬ জাতকগণ্ঠী, ১৮৭ ধম্মত্তদগণ্ঠি নিস্সয, ১৮৮ কম্মবাচা, ১৮৯ ধম্মসত্ত, ১৯০ কলাপ পঞ্চিকা, ১৯১ কলাপপঞ্চিকা টীকা, ১৯২ কলাপসুত্ত (প্রতিঞ্ঞাসকু) পটিঞ্ঞাপক, ১৯৩ পৃত্তো টীকা, ১৯৪ রত্তমালা, ১৯৫ রত্তমালা টীকা, ১৯৬ রোগনিদান, ১৯৭ দব্রাগুণ, ১৯৮ দব্রাগুণ-টীকা, ১৯৯ ছন্দোবিচিত্তি, ২০০ চন্দপ্রুত্তি (চান্দ্র-বৃত্তি), ২০১ চন্দ্রপঞ্জিকা ২০২ কামন্দকী, ২০৩ ধম্মপঞ্ঞাপকরণ, ২০৪ মহোসধ (মহোসট্ঠি), ২০৫ সুবোধালঙ্কার ২০৬ সুবোধালঙ্কার টীকা, ২০৭ তনোগবুদ্ধি, ২০৮ তণ্ডি, (দণ্ডিন্) ২০৯ তণ্ডি-টীকা, ২১০ চক্কদাস, ২১১ অরিয সচ্চাবতার, ২১২ বিচিত্র-গন্ধ, ২১৩ সদ্ধম্মুপায, ২১৪ সারসঙ্গহ, ২১৫ সার পিণ্ড, ২১৬ পটিপত্তিসঙ্গহ, ২১৭ মূলছারক, ২১৮ পালতক্ক (বালতর্ক), ২১৯ এক্কভাসা, ২২০ সদ্দকারিকা, ২২১ কাসিকাপ্রুত্তি পালিনি, ২২২ সদ্ধম্ম দীপক, ২২৩ সত্যতত্ববোধ, ২২৪ বালপ্পবোধনপ্রুত্তিকরণ, ২২৫ অত্থব্যাখ্যং

২২৬ চূলনিরুত্তিমঞ্জুসা, ২২৭ মঞ্জুসা-টীকাব্যাখ্যং, ২২৮ অনুটীকাব্যাখ্যং ২২৯ পকিণ্ণকনিকায়, ২৩০ চখুপযোগ, ২৩১ মখপযোগ, ২৩২ রোগযাত্রা (চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয়), ২৩৩ রোগযাত্রা-টীকা, ২৩৪ সখেকবিপস্বপ্রকাস,- ২৩৫ রাজমত্তন্ত ২৩৬ পরাসব, ২৩৭ কোনদ্ধজ, ২৩৮ বৃহজ্জাতক, ২৩৯ বৃহজ্জাতক-টীকা, ২৪০ দাঠাধাতুবংস ও টীকা, ২৪১ পটিগবিবেক-টীকা, ২৪২ অলঙ্কার-টীকা, ২৪৩ বেদবিধিনিরুত্তিবণ্ণনা, ২৪৪ চলিন্দপঞ্চিকা, ২৪৫ নিরুত্তিব্যাখ্যং ২৪৬ বুত্তোদয, ২৪৭ বুত্তোদয-টীকা, ২৪৮ মিলিন্দপঞ্ঞ, ২৪৯ সারত্থসঙ্গহ, ২৫০ অমরকোসনিস্সয, ২৫১ পিণ্ডনিস্সয, ২৫২ কলাপনিস্সয়, ২৫৩ রোগ নিদান-ব্যাখ্যং, ২৫৪ দববগণ-টীকা, ২৫৫ অমরকোস, ২৫৬ দণ্ডি-টীকা, ২৫৭ দণ্ডি-টীকা (চুল) ২৫৮ দণ্ডিটীকা (মহা), ২৫৯ কোলধ্বজটীকা, ২৬০ অলঙ্কার, ২৬১ ভেসজ্জমঞ্জুসা ২৬২ অলঙ্কার-টীকা, ২৬৩ যুদ্ধজেয্য (যুদ্ধাধ্যায) ২৬৪ যতনপ্রভা-টীকা (সম্ভবতঃ ইহা রতনপ্রভা-টীকা, ২৬৫ বিরগ্ধ, ২৬৬ বিরগ্ধ-টীকা, ২৬৭ চূলমনিসার, ২৬৮ রাজমত্তন্ত-টীকা, ২৬৯ মৃত্যুবঞ্চনা, ২৭০ মহাকাল চক্ক, ২৭১ মহাকাল চক্ক-টীকা, ২৭২ পরবিবেক-টীকা, ২৭৩ কচ্চাযনরূপাবতার, ২৭৪ পুস্তর-সারী; ২৭৫ তক্কাবতার ২৭৬ তক্কাবতার টীকা, ২৭৭ ন্যায বিন্দু, ২৭৮ ন্যায বিন্দু-টীকা ২৭৯ হেতুবিন্দু ২৮০ হেতু বিন্দু টীকা, ২৮১ বিক্কনিযযাত্রা ২৮২ বিক্কনিয যাত্রা টীকা ২৮৩ বরিত্তরথাকর (বৃত্তরত্নাকর) ২৮৪ স্যারমিতিকাব্য ২৮৫ যুত্তিসঙ্গহ ২৮৬ যুত্তিসঙ্গহ টীকা ২৮৭ সারসঙ্গহ-নিস্সয ২৮৮ রোগযাত্রা-নিস্সয ২৮৯ রোগনিদান-নিস্সয ২৯০ সদ্দত্থভেদচিন্তা-নিস্সয ২৯১ পারানিস্সয ২৯২ স্যারমিতিকব্য-নিস্সয ২৯৩ বৃহজ্জাতক-নিস্সয ২৯৪ রত্তমালা ২৯৫ নরযুত্তি সঙ্গহ।